

Atia Benedetti

ইউকো সাব হি

এভিলি পান

Faraaz Ayaz Hossain

Vincenzo YAllestro

ফারাজ, অবিন্তা, তারিশি, ইশরাত এবং হোলি আর্টিজান ক্যাফে হামলায় নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশে

This event is dedicated to Faraaz, Abinta, Tarishi, Ishrat and those killed in the Holey Artisan Cafe massacre



প্রতিষ্ঠা
বাংলা
২০১৬

প্রথম আন্দোলন আয়োজিত

আত্ম/পরিচয় Self/Identity

নবীন শিল্পীদের দৃশ্যশিল্প প্রদর্শনী

A visual art exhibition by young artists

কিউরেটর : ওয়াকিলুর রহমান ও কেহকাশা সাবাহ

Curator : Wakilur Rahman & Kehkasha Sabah

৬ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৬

6-15 November 2016

জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা

Bangladesh National Museum, Shahbag, Dhaka



অন্ধকার থেকে আলোয়

৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রথম আলো প্রকাশের ১৮ বছর পূর্ণ হলো। ১৮ তারুণ্যের প্রতীক। এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমরা স্বপ্নে উজ্জীবিত তারুণ্যের দুর্বার চেতনাকে উদযাপন করছি। তারুণ্যের এই উদযাপনের প্রেক্ষাপটে আছে আমাদের ইতিহাসের তরুণ নায়কদের প্রেরণা। আর সামনে ভবিষ্যতের খাড়াই পথে আমাদের অগ্রযাত্রার স্বপ্ন। এ দেশের নানা সংকটে আমাদের তরুণেরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে রাজপথে। ভবিষ্যতের সাফল্যেও এই তরুণদের স্বপ্ন আর শক্তির ওপরই আমরা ভরসা রাখি।

১ জুলাই ২০১৬ তারিখের হোলি আর্টিজান রেস্টোরায় হামলা আমাদের জীবনে, মনে, ভাবনায় ও বিশ্বাসে এক কঠিন আঘাত হেনেছে। আমাদের ইতিহাসে আঘাত কম আসেনি। তাতে আমাদের পথ কখনো রুদ্ধ হয়নি। এই অন্ধকার পেছনে ফেলেও নিশ্চয়ই আমরা সামনে এগিয়ে যাব।

হোলি আর্টিজান রেস্টোরায় ঘটনার শোকাবহ পটভূমিতে আমরা ‘আত্ম/পরিচয়’ শিরোনামে এক ঝাঁক তরুণ শিল্পীর ১০ দিনব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। আমাদের অনুরোধে ওয়াকিলুর রহমান ও কেহকাশা সাবাহ এই প্রদর্শনীর কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেছেন। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে একটি প্রদর্শনী আয়োজন করার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

এই পরিস্থিতিতে তরুণ শিল্পীরা নিজেদের ভেতরে ও বাইরে খোলা চোখে তাকিয়েছেন; তাঁদের দ্বিধা, সংশয়, উদ্বেগ, স্বপ্ন ও অনুসন্ধানকে নানাভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন। নিজেদের তাঁরা প্রকাশ করেছেন বিচিত্র মাধ্যম, উপাদান ও অভিব্যক্তিতে। আমরা তাঁদের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করি।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে আমরা ফারাজ আইয়াজ হোসেন, অবিস্তা কবির, তারিশি জৈন ও ইশরাত আকন্দসহ হোলি আর্টিজান রেস্টোরায় হামলায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মতিউর রহমান

সম্পাদক, প্রথম আলো

আত্ম/পরিচয়

একটি মানুষেরই কত বিচিত্র পরিচয়—ব্যক্তিক, ভাষিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, লিঙ্গীয়, জাতিগত, ভৌগোলিক... আরও কত কী! এসব পরিচয় একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্ক, একেবারে সূত্র হয়ে উঠতে পারে; তৈরি করতে পারে ভেদ, বৈষম্য, পীড়ন ও হিংসার ক্ষেত্র; আবার করে তুলতে পারে বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিত, আত্মনিবিস্ট বা অহংসর্বস্ব। ব্যক্তির অহমের সঙ্গে স্বার্থ, শক্তি ও ক্ষমতা যুক্ত হওয়ার পরিণাম আমরা দেখেছি। দেখেছি পরিচয়ের রাজনীতির ভয়াবহতা।

একুশ শতকে তথ্য ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার বিপ্লব পৃথিবীর মানুষ, তাদের ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে অভূতপূর্বভাবে। বিশ্বায়ন জন্ম দিচ্ছে নতুন এক ব্যক্তির ধারণা। আমাদের মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতি ঢুকে পড়েছে এক অন্তহীন গোলকধাঁধায়। ব্যক্তি এখন চৌকস, ঝকঝকে, সচেতন ও আত্মনির্ভর। ব্যক্তি এখন বিভক্ত, অসহিষ্ণু, একমাত্রিক ও হিংসাপরায়ণ। ঘূর্ণাবর্তের এক প্রান্তে ঘটছে নানামুখী পরিচয়ের এক বিস্ফোরণ; আরেক প্রান্তে ঘটছে পরিচয়ের বৈচিত্র্য মুছে দেওয়ার এক তাণ্ডব।

এ সময়ের নবীন শিল্পীদের মনে ও কল্পনায় এসবের তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে। কীভাবে পড়ছে, তা তাদের শিল্পপ্রচেষ্টা দেখে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সেখান থেকে পেতে পারি এই সময়ের একটি পাঠ। বিষয়ে যেমন, তেমনই শৈলীতে। দ্রুততম যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এদের শিল্পভাষায় যুক্ত করেছে অভিনব মাধ্যম, মাধ্যমের মিশ্রণ, প্রযুক্তি ও পরীক্ষানির্ভর উপাদান। স্বদেশ থেকে বিশ্ব, ব্যক্তিগত থেকে গোষ্ঠীগত অবস্থান, একক ও বহুমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে তাদের নন্দনভাবনায়। দেশ ও দেশের বাইরে শিল্পের স্ফীতমান বাজারে এদের পথ চলা। তাই সচেতনে বা অবচেতনে প্রায় সব নবীন শিল্পীর কাজেই পড়েছে এর ছাপ, প্রভাব ও প্রতিফলন। এ সময় ও চারপাশকে ভিন্নভাবে পর্যালোচনা করেও দেখাতে চান এমন একঝাঁক নবীন শিল্পীর বহুবিধ মাধ্যমের শিল্পরচনা নিয়ে আমাদের শিল্প আয়োজন ‘আত্ম/পরিচয়’।

ওয়াকিলুর রহমান ও কেহকাশা সাবাহ
কিউরেটর

দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রায় সবাই হাজির ছিলেন এখানে। মোট ৪২ জন শিল্পীর কাজ প্রদর্শনী কক্ষে তাঁদের ‘পরিচয়’-এর বিবিধতা যেমন উপস্থাপন করেছে, একইভাবে শিল্পজ স্থান নির্মাণেও হাজির থেকেছে।

স্থানের পরিসরে আরও সাময়িক অবস্থানের পর্বও রয়েছে: অসিম হালদার, অতীশ সাহা, ইফাত রেজওয়ান রিয়া, ফারাহ নাজ মুন ও সনদ কুমারসহ আরও অনেকের পারফরম্যান্স এই প্রদর্শনীর মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি চরিত্রে মাত্রা যোগ করেছে। এ ছাড়া ভিডিও কর্নারে মোট ১১টি ভিডিওচিত্র লুপে চালু করা আছে—জিহান করিম, আবির সোমের মতো শিল্পীরা, যাদের স্থাপনা এই প্রদর্শনীর মর্ম ও কলেবর উভয়ের দিশা নির্ধারণ করেছে—তাঁরা ছাড়াও শুধু ভিডিও চিত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন ‘ত্রিগল’ শিরোনামের ইউটিউব শর্ট ফিল্ম নির্মাতা দম্পতি, কাজমিয়া সামি বা রফিকুল গুভর মতো পরিচিত ভিডিও চিত্রী।

নতুন শিল্প বা সাম্প্রতিক ভাষা মানই আলোকচিত্র, ভিডিও চিত্র, কুড়িয়ে পাওয়া মিডিয়া ইমেজ ও ব্যবহার্য বস্তুর সমারোহ। রীতি অনুসরণে এমনটাই সাব্যস্ত হয়েছে। সব নির্মিত বস্তুই ভাবোদ্দীপক। কিন্তু যাপন ও ব্যবহারসূত্রে অতিপরিচিত হয়ে ওঠা ইমেজ বা বস্তু যে শিল্পের নব ভাব প্রকাশে সক্ষম, বর্তমান প্রদর্শনীর কিছু কাজে তা স্পষ্ট।

মিজানুর রহমান সাকিবের কাজে লক্ষ করা যায়, *টাইম* ম্যাগাজিনের কভার পরিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহুরৈখিক সময়ের গল্প—যাতে শব্দ (ম্যাগাজিনের নামসহ) ও নীরবতা, দৃশ্য ও অদৃশ্য—এই দ্বৈততার ভেতর দিয়ে সুরাহা করা হয়েছে বর্ণনার। অতীশ সাহা, যিনি আলোকচিত্রের নব তারকা, আত্মপরিচয়ের ছবি হাজির করেছেন একই মনোকাঠামোর আশ্রয়ে।

নির্মাণ ও প্রতিনির্মাণ—এই প্রক্রিয়া নতুন শিল্পীদের কাজের মধ্যে শিল্প ও অশিল্পের (বা বস্তুর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে অর্থহীনতার) খোঁজ দেয়। আমাদের সজাগ করে চিহ্নের প্রচলিত মানে ও তার বিপর্যয় ঘটিয়ে নতুন অর্থ উৎপাদনের সম্ভাবনা বিষয়ে। পলাশ ভট্টাচার্যর তিন চ্যানেলের ভিডিও চিত্রে বক্তা-বক্তব্য-অর্থ—এই কাঠামোর স্বাভাবিক এক রৈখিকতার বিপর্যয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই শিল্পী বাস্তবের দুনিয়াতে দুনিয়াদারির যে মহোৎসব চলছে তার দিকে নির্দেশ করছেন। ফলে তিনটি টিভিতে চলতে থাকা একই বক্তার (শিল্পী নিজে) এক প্রকার মনোবৈকল্য ধরা পড়ে। যেন চেতনে বা অবচেতনে বক্তা যোগাযোগ, অপযোগাযোগ ও যোগাযোগহীনতার কবলে পড়ে আজ ব্যক্তিত্বহীন ও ইগোসর্বস্ব। জিহান করিমের ভিডিও চিত্রেও মনোবৈকল্যের আভাস আছে—টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজার দৃশ্য এডিটের গুণে কিছুটা দূরবর্তী হয়ে উঠলেও স্বাভাবিক গার্হস্থ্য কার্যক্রমের মধ্যে স্কিৎসফ্রিনিয়ার খোঁজ দেয়।

সুমন ওয়াহিদও বাংলা সিনেমার ইমেজের সমারোহে আত্মপ্রতিকৃতির উপস্থাপন করেছেন। এতে উপস্থিতি ও নির্মাণই একমাত্র উপজীব্য ও উপভোগ্য বিষয়। এই দ্বিতীয় প্রস্থ বিষয় অর্থাৎ অঙ্কন ও চিত্রায়ণ উপভোগের দিকটি বাংলাদেশের বহু শিল্পীর কাজকে প্রতিকৃতি বা আকৃতি ও দক্ষতার মধ্যে আটকে রেখেছে।

আকৃতির মধ্যে ভাঙন বা বিনির্মাণের প্রয়োগ ঘটিয়ে রিপন সাহা আলোচ্য প্রদর্শনীতে ভয়াবহতার দৃশ্যায়ন সম্ভব করে তুলেছেন। অন্যদিকে রাজিব দত্ত একই বিষয় ইনফরমাল ম্যুরালের মধ্যে আরও বড় পরিসরে সম্পন্ন করেছেন। যদিও প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারে

আঁকা এই ম্যুরাল তাঁর শৈল্পিক গুরুত্ব হারায় স্থানের কারণে।

শিল্পীর হাতে কাল চেতনা নানান মাত্রার প্রতীক হয়ে উপস্থিত এই প্রদর্শনীতে। আরিব সোমের ভাঙা বাসনের ছবি ও ফ্লোরে সত্যিকার ভাঙা বাসন, মার্জিয়া ফারহানার দুই ধরনের দুটি স্থাপনা—যার একটিতে ম্যাগাজিনে ছাপা মুখে সাদায় ঢেকে মুখ বা দেহের ভগ্নাংশের সিরিজ, অন্যটিতে পেইন্টারলি ধরনে আঁকা কাটা গরুর ক্যানভাস চিত্রের সঙ্গে প্লাস্টিকের চেয়ার টেপ দিয়ে জুড়ে দেওয়া; ইশিতা মিত্রের বৈতালিক ভাস্কর্য, যেখানে প্লাস্টিক ধাতুর বস্তু, খেলনা জটলা, কিংবা সুমনা আক্তারের কসাইয়ের হাতে গোলাপ কাটার ভিডিও চিত্র; যা মেঝেতে ছোট করে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সবই সময়ের কড়চামতন। যে হিসাব গণমাধ্যম দিতে অক্ষম, সেই সময়ের অপচয় এবং পরিচয় ও পরিণতিবিষয়ক বিদ্রম শিল্পীদের কাজে সরল-গরল এমনকি গোলমালে উপায়ে প্রকাশ পাচ্ছে। জগৎ ও জীবন পুঁজিবাদের অন্তিম পর্বে যদি অপরিচিত হয়ে উঠছে বলে বুঝতে পারা যায়, শিল্পের ভাষাও তার বিপরীতে খাপছাড়া কম্পোজিশন, বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত চিহ্ন বা বিষয়বস্তুনির্ভর হয়ে উঠছে কখনো কখনো। অর্থাৎ ভাব-ভাষা-বস্তু—এই ফ্রেমের বাস্তবে যে ভেঙে পড়েছে, তা শিল্পীর নজরে পড়েছে। শ্লেষ, অতিশয়োক্তি দিয়ে কেউ কেউ এর উত্তর হাজির করছেন; কেউ বা শিল্প গড়ার পদ্ধতি হিসেবে এমন উপায় বের করছেন, যা আসলে আর্ট বলে যে আর্কাইভ করার উপযোগী বস্তু তা নাকচ করার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠছে।

ইমরান সোহেলের কাজে বিদেহী আপনজনের পরিচিত পোশাক-আশাকের ছোট স্তূপ ও দেয়ালের ওপরে ক্ষয়ের চিহ্ন একত্রে অনুপস্থিতির বাস্তব আখ্যান গ্যালারিতে নিয়ে আসে।

নব প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে গোলকায়ন ও এ-সংক্রান্ত বিপর্যয়ের সমকালীন চিত্র উঠে আসে নিয়াজউদ্দিন আহমেদের খণ্ড খণ্ড ভিডিও চিত্রে। এতে ‘সাবজেক্ট’ বা স্বয়ংক্রিয় ব্যক্তিত্বের সংকট ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের প্যাথলজি নিউ মিডিয়া সূত্রে হাজির আছে। উপস্থাপিত প্রতীকসমূহ উপস্থাপনার ধরনের কারণে অভিব্যক্তির শক্তি বাড়ায়—কারণ মিডিয়ার সরঞ্জাম, অর্থাৎ তারের আয়োজন একধরনের কম্পোজিশনের জন্ম দেয়, যার সুরাহা জরুরি ছিল।

নতুন শিল্পে আলো একটি মাধ্যম। মিহির মশিউর তৈরি করেছেন একটি ইনডেক্স বা সারণি—যাতে হলি আর্টিজানে মৃতদের নাম আলোতে ফুটে আছে। মধ্যপ্রাচ্যের নব সংগঠিত জঙ্গিগোষ্ঠীর দেশীয় অনুসারীদের হত্যাজঙ্গ তিনি স্মৃতি হিসেবে পুনরুৎপাদন করতে ভয়াবহতা থেকে দূরে থেকে সমাধির স্থিরতা ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাজে একমাত্র সচল উপাদান হলো লেজার রশ্মি—যার ব্যবহার পরিমিত।

বাঙালির আত্মপরিচয়ের রাজনীতি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভব করেছে। ভবিষ্যৎ নির্মাণ আত্মপরিচয়ে নির্মাণের সঙ্গে शामिल। ‘আত্ম/পরিচয়’ শিরোনামের প্রদর্শনীতে শিল্পের ভবিষ্যৎ জারি আছে। নতুন চিহ্ন ও আঙ্গিক নতুন অর্থ উৎপাদনে সহায়ক। তেমনই নতুনতর উপায়ে পুরোনো, পরিচিত উপাদান সাজিয়ে নতুন পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে নতুনতর ভাষ্য জন্ম দেওয়া যায়। এই প্রদর্শনীর নানান কাজে এমন প্রক্রিয়ার আলামত বর্তমান। মোন্দা কথা, প্রদর্শনীটির শিক্ষা হলো, যারা আকার, সাকার ও নিরাকার—এই তিনের মধ্য থেকে শিল্প গড়া ও ভাঙার প্রক্রিয়ায় আছেন তাঁরাই দিগন্তে নতুন চিহ্ন যোগ করতে পেরেছেন।

নবীনের উদ্বোধন

মোস্তফা জামান

বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বটবৃক্ষ ও বটতলা নিয়ে সাংস্কৃতিক আত্মদ বস্তুনির্ভর নয়। তাই কলকাতার সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে যখন ছাপাখানার বদৌলতে ‘বটতলা’র আবির্ভাব হলো, সেই নব উদ্বোধনের সূত্রে চিত্রজগতের বা ছাপাই ছবির জগতের যে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠল, তার মালমসলা এমনকি সৌন্দর্যজ্ঞান কোনোটাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে আপন বলে ধার্য হয়নি। একই কারণে নিউ মিডিয়া আর্ট, স্থাপনাশিল্প, বা ডিজিটাল মাধ্যমের বদৌলতে জন্ম নেওয়া নবীন শিল্পকলা ‘আর্ট এস্টাবলিশমেন্ট’-এর কাছে অতটা আদরণীয় হয়ে ওঠেনি। *প্রথম আলোর* ১৮-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পত্রিকাটির আয়োজনে ‘আত্ম/পরিচয়’ শিরোনামের প্রদর্শনী এ কারণে অতি জরুরি এক উপস্থাপনা। এটি একনাগাড়ে নব ভাব ও স্থান নির্মাণের উদাহরণ।

প্রদর্শনীটি হয়েছিল ঢাকার জাতীয় জাদুঘরের বিশাল পরিসরে, ৪ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান ও কোকেশাহ সাবা। গত পাঁচ-দশ বছরে তরণ প্রজন্মের যে প্রতিনিধিরা শিল্পে নতুন ভাষা ও ভাবমূর্তি তৈরিতে পারদর্শিতা



রাজীব দত্ত
(১৯৮৩, বাংলাদেশ)

২০১২, এমএ চারুকলা, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। রাজীব দত্তের শিল্পকর্মে বিভিন্ন মাত্রার উপাদানের সংযুক্তি দেখা যায়। ছবি, পেপার ইমেজ, টেক্সট কোলাজ করে ও পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্ত রেখাচিত্র সংযোজনে রাজীব শিল্পের নন্দনতত্ত্বও আমাদের সাধারণ যুক্তিবাদীতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

“লেটস ডু”!, দেয়ালচিত্র, মিশ্রমাধ্যম, ২৪৪ X ৪৮৮ সিএম, ২০১৬

গ্রাফিতি, ড্রয়িং, টেক্সট, ফটোগ্রাফ ব্যবহার করে একধরনের কোলাজধর্মী কাজ করা হয়েছে। স্পষ্টত কোনো বক্তব্য তাতে নেই। কিন্তু তারপরও নানান অর্থহীন অর্থ তৈরির চেষ্টা, যা সমকাল, রাজনীতি ও পরিপার্শ্বকে নানানভাবে মোকাবিলা করে।। নিয়মতান্ত্রিক ড্রয়িং পদ্ধতির বদলে এটি এক প্রথাবিরুদ্ধ ভাষা তৈরির চেষ্টা। যা শিশুসুলভ এবং অ্যাবসার্ড। বাজারের তালিকা, হোমওয়ার্কের ভুল অঙ্ক, রবীন্দ্রনাথের কোটেশন বা দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি-এর হাঙর, সবই সেখানে বিষয় হয়ে উঠতে পারে। নানাভাবে।

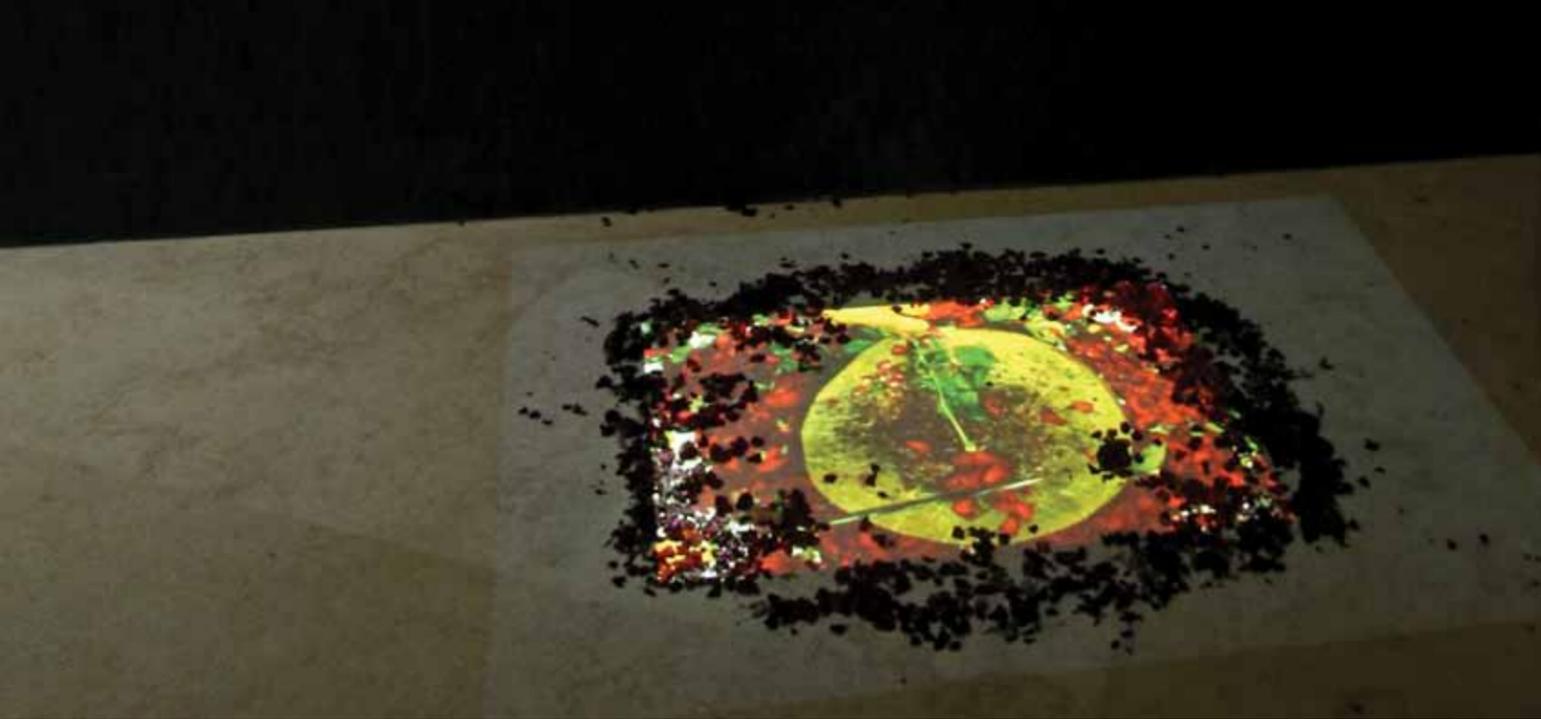


মিহির মশিউর
(১৯৯০, বাংলাদেশ)

২০১৫, এমএফএ, প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মিহির মশিউর পেইন্টিং, ভিডিও, মুভিং ইমেজে এবং স্থাপনা শিল্পে সক্রিয়। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যৌথ প্রদর্শনীতে তিনি অংশ নিয়েছেন।

“বিয়ন্ড দ্য লাইন”, আলো ও টেক্সটের সমন্বয়ে স্থাপনা, আকার পরিবর্তনশীল, ২০১৬

কথোপকথনের অর্থ কি? একজনের সঙ্গে আরেকজনের কথা, নাকি নিজের সঙ্গেই নিজের কথা? এ কি স্মৃতি হয়? নাকি ছোট্ট মুহূর্তমাত্র? কিছু স্মৃতি আমরা বহন করতে পারি না। কিছু স্মৃতি চেষ্টা করেও মুছে ফেলা যায় না। বিয়োগান্তক ঘটনার কষ্ট মুছে ফেলতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি আমরা। ‘বিয়ন্ড দ্য লাইন’ শিল্পকর্মটির মাধ্যমে শিল্পী এমন এক ফর্ম খোঁজার চেষ্টা করেছেন, যা এক আলোকিত আত্মার সন্ধান দেবে।



সুমনা আক্তার (১৯৮৩, বাংলাদেশ)

২০১০, এমএফএ (ড্রয়িং ও পেইন্টিং),
চারুকলা অনুষদ, ইউনিভার্সিটি অব
ডেভেলপমেন্ট অন্টারনেটিভ (ইউডা), প্রভাষক,
নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট।
সুমনা আক্তার ইমেজ, স্থাপনা, শব্দ, পেইন্টিং
মাধ্যমসহ অডিও-ভিজুয়াল শিল্পকর্মে আগ্রহী।
তিনি একজন সক্রিয় পারফরম্যান্স আর্টিস্ট।
বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনী ও
কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন।

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি,
ভিডিও স্থাপনা; ৪০ সেকেন্ড (লুপ), ২০১৫
একটি গোলাপের আয়কাহিনী, ভিডিও, ১
মিনিট ৪৫ সেকেন্ড, ২০১৫
সুন্দরবনের জন্য ৫ মিনিট, পারফরম্যান্স, ১
ঘন্টা, ২০১৬

অপরাধের বিচার না হলে অপরাধ বাড়বেই।
বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে একের পর এক
মেধাবী মানুষগুলোকে আমরা ক্রমাগত হারিয়ে
চলেছি। আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি প্রতিবাদের
ভাষা। সংঘাত ও সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস
করতে গিয়ে আমরা ভোঁতা হয়ে গিয়েছি, চরম
বৈপরীত্যের মধ্যেও আমরা প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে
পড়ি। আমরা নিজেদের কোনো প্রশ্ন করি না।
'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি'
গানটি শুনতে শুনতে আমরা ফুলকে জবাই
করার দৃশ্যও দেখতে পারি অকপটে।

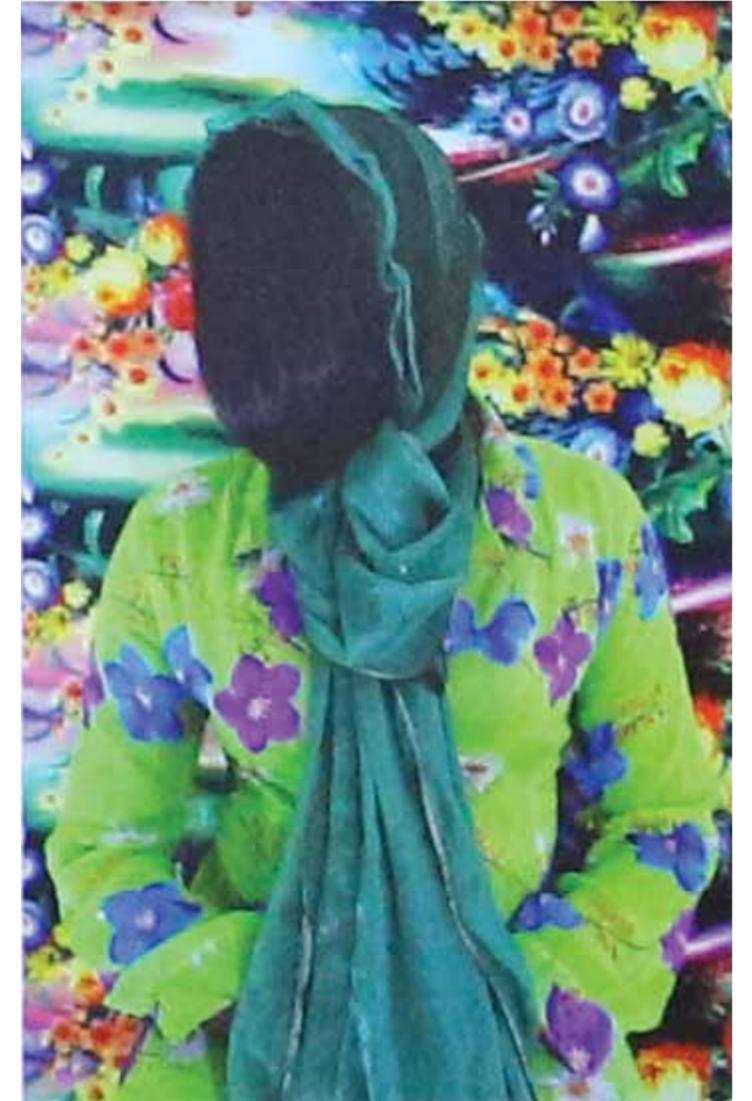


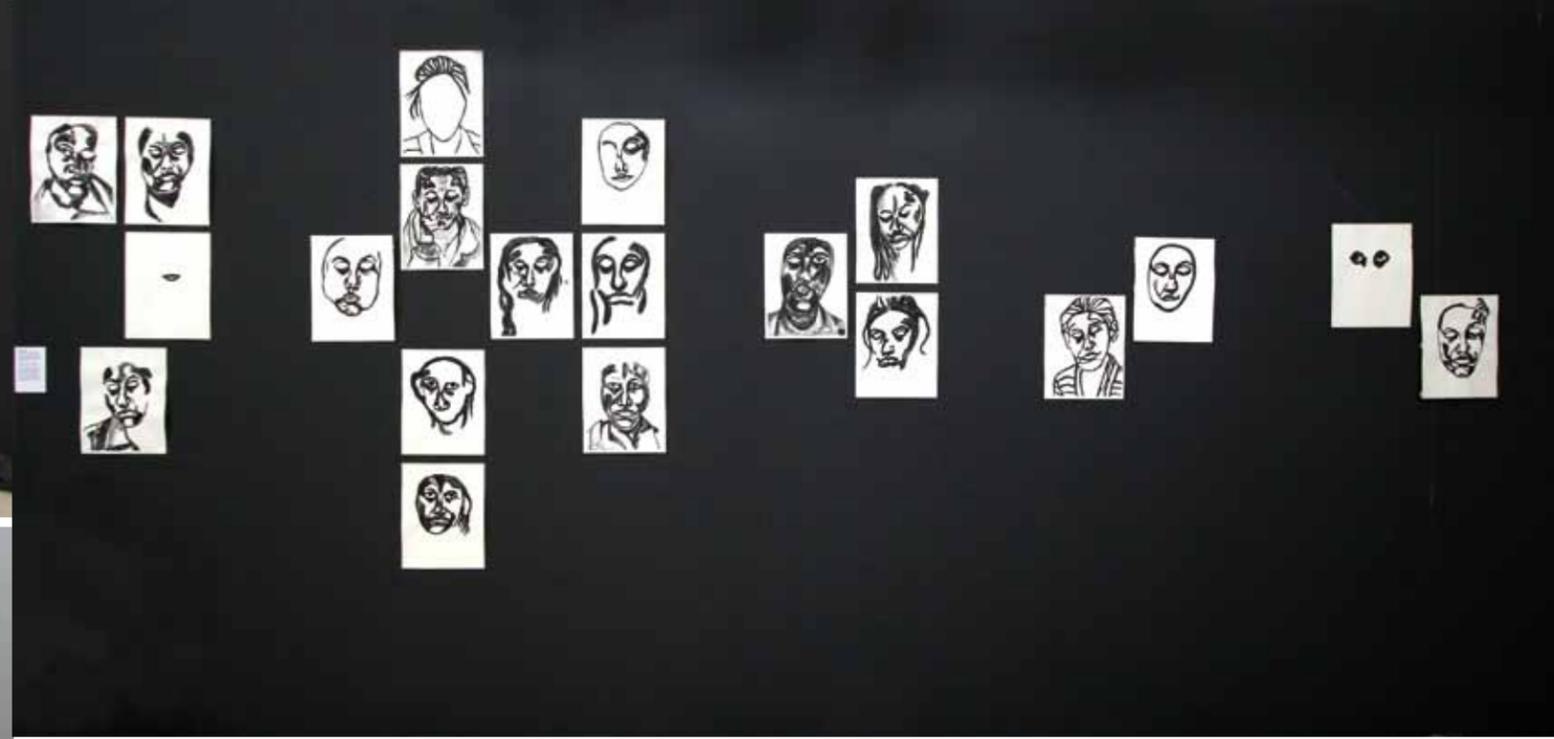
হাবিবা নওরোজ (১৯৮৯, বাংলাদেশ)

২০১৫, গ্র্যাজুয়েশন, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার
স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্র্যাজুয়েশন,
পাঠশালা, সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট
ফ্রিল্যান্স, ফটোগ্রাফার, ২০১০ সাল থেকে দেশে
ও বিদেশে আলোকচিত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন যৌথ
প্রদর্শনী ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন।

থিংস কনসিলড, আলোকচিত্রের সিরিজ, ৩১ x
৬১ সেন্টিমিটার, ২০১৪-২০১৬, সংস্করণ : ১০

একই সঙ্গে আলোকচিত্র এবং জেন্ডার স্টাডিকে
আমি আমার বিষয়বস্তু গবেষণার কাঠামো
হিসেবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। মানুষের
মানুষে সম্পর্ক এবং নারী-পুরুষ পরিচয়ের
রাজনীতিতে পোস্ট্রেট ছবি আমার আগ্রহের
বিষয়। ব্যাপক সাজানো প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে
আমার পোস্ট্রেট সিরিজে বিভিন্ন বস্তু, রং,
প্যাটার্নের মাধ্যমে পরিচয়ের বহুমাত্রিকতা,
স্থানিকতা এবং অপরিচিত হয়ে ওঠাকে আমি
ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে মানসিক
ও ইন্টারঅ্যাকটিভ। সৌন্দর্য অর্জনের পথে
আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্বতা ও
সত্যিকার পরিচয় বিসর্জন দিই। পরিণতিতে
আমরা হারিয়ে ফেলি নিজেদের। হয়ে উঠি
নিজেদেরই বানানো ছবির একজন, এমনকি
নিজেদের কাছেও হয়ে পড়ি অজ্ঞাত।





সানজিদ মাহমুদ (১৯৮৬, বাংলাদেশ)

২০০৯, বিএফএ, ভাস্কর্য বিভাগ, চারুকলা
অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সানজিদ
মাহমুদের শৈল্পিক যাত্রা ড্রইং, পেইন্টিং,
ভাস্কর্য, স্থাপনা এবং পারফরমেন্সসহ বিভিন্ন
মাধ্যমের মিশ্রণ। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রদর্শনী
ও কর্মশালায় তিনি অংশ নিয়েছেন।

সময় দৌড়ায়, আমরাও কি দৌড়াব?
সংগৃহীত ব্যবহৃত জুতা দিয়ে স্থাপনা, আকার
পরিবর্তনশীল, ২০১৬।

গতি, ভাবনা, চলাচল, উন্নয়ন, সুবিধা আরও
যতসব শব্দ দিয়ে বেঁচে থাকার মানে দাঁড়
করাই আমরা। শহরটা চলছে, বেঁচে আছে
আমরা চলছি বলে। আবার আমরাও একে
কেন্দ্র করে চালিয়ে নিচ্ছি জীবন। শুধু চলছি,
চলতে চলতে পায়ের জুতোজোড়া ক্ষয়ে
যাচ্ছে। তবু এই গতি থামার নয়। ক্ষয় হতে
থাকা চপ্পলে রয়ে যায় এর বহমান মানুষের
পরিশ্রম, স্মৃতি বা পরিচয়।



স্বর্ণালী মিত্র রিনি (১৯৮৪, জামালপুর)

২০১৪, চারুকলা (কনটেম্পোরারি পেইন্টিং),
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, ভিয়েনা,
অস্ট্রিয়া। ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট এবং ওজিসিজেএম
আর্ট কালেকটিভের সদস্য। পেইন্টিং, অডিও
ভিজুয়াল শিল্পকর্ম, স্থাপনা ও মুভিং ইমেজ
নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। বাংলাদেশ,
ভারত, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন
প্রদর্শনী ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন।

সেলফ এক্সপ্লেসন, চিত্রকলা (পোর্ট্রেট
সিরিজ), কাগজে অ্যাক্রিলিক, ৩৫.৫০ X ২৮
সেন্টিমিটার, ২০১৬

নিজের অস্তিত্বের অনুভূতিকে আয়নার
সাহায্যে তুলে ধরার একটি প্রয়াস।
মুখমণ্ডলের অবয়বে যে অনুভূতিগুলো
সদা চলমান, আমরা খালি চোখে যে
অনুভূতিগুলোকে এড়িয়ে যাই, সাদা কাগজে
কালো রং দিয়ে সেই অনুভূতিকে উপস্থাপন
করা হয়েছে। ভেতরের অনুভূতিটা সব সময়
উপেক্ষিত থেকে যায়। বাহিরের উপস্থাপনা
নিয়ে আমরা বড় বেশি ব্যস্ত। যে আয়না
আমরা আমাদের বাইরের অবয়ব দেখার
কাজে সব সময় ব্যবহার করি, সেই আয়না
দিয়ে নিজের ভেতরের ইমেজটাকে উপস্থাপন
করেছি। ভেতরের অস্তিত্বে আমরা অনেক
বেশি স্থির, নির্বাক, কিন্তু চলমান।





সৈয়দ তারেক রহমান (১৯৮৮, বাংলাদেশ)

২০১১, এমএফএ, ভাস্কর্য বিভাগ,
চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সৈয়দ তারেক রহমান সক্রিয় ভাস্কর।
ভাস্কর্য, স্থাপনা নিয়ে বাংলাদেশের
বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক
প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

ট্রান্সফরমেশন, স্থাপনাশিল্প, আকার
পরিবর্তনশীল; ২০১৬

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে জ্যামিতির
সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ছাপ পাওয়া যায়। এই
স্থাপনাশিল্পে শিল্পী আধুনিক যান্ত্রিক
সভ্যতার প্রতীক হিসেবে জ্যামিতিক
অবয়ব এবং প্রকৃতির নিজস্বতার
প্রতীক হিসেবে অর্গানিক অবয়ব তুলে
ধরে এই দুয়ের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা
করেছেন। তাঁর কাজের লক্ষ্য পুরো
বিষয়টির অভিন্ন উপমা সৃষ্টি করা।
নিজের ভাবনা প্রকাশের জন্য তিনি
জ্যামিতিক ও অর্গানিক অবয়বের
বাইরে আরও বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার
করেছেন, যেগুলোয় প্রতীকের প্রয়োগ
ঘটানো হয়েছে।



জিহান করিম (১৯৮৪, বাংলাদেশ)

২০১২ থ্যাঙ্কশুশন, চারুকলা ইনস্টিটিউট,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সহকারী অধ্যাপক,
চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
জোগ আর্ট স্পেস, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
জিহান করিম একজন অডিও ভিজুয়াল শিল্পী।
ভিডিও, স্থাপনা, শব্দ, পেইন্টিংসহ বিভিন্ন
মাধ্যমে কাজ করেন তিনি। বাংলাদেশ, চীন,
কোরিয়া, জাপান, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিভিন্ন
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী এবং বিয়োনালে অংশগ্রহণ
করেছেন।

নিউক্লিয়ার পারওয়ার টুথব্রাশ, ভিডিও স্থাপনা,
৩ মিনিট (লুপ)
একটি সহজ মৃত্যু, ভিডিও ১ মিনিট ৫৯
সেকেন্ড, ২০১২

সেই সব সকালে.../ পত্রিকার প্রথম পাতা/
পরমাণু সংক্রান্ত বিদ্রোহিতা/ হাতে টুথব্রাশ এবং/
অনতি দূরে বিশ্বল একটি আয়না ও/ তৎসংলগ্ন
জীর্ণ বেসিনটা/ হেডলাইনে মুমূর্ষু পৃথিবী/ পড়তে
পড়তে/ ভাবতে ভাবতে/ মাজতে মাজতে যখন/
একাকার/ একটু পর আয়নার সামনে/ ফ্লোরাইড
ক্যালশিয়াম বনাম কীটাণুর/ সফেদ মিশ্রণটুকু
ধুয়ে/ সকালটা শুরু...



মার্জিয়া ফারহানা (১৯৮৫, বাংলাদেশ)

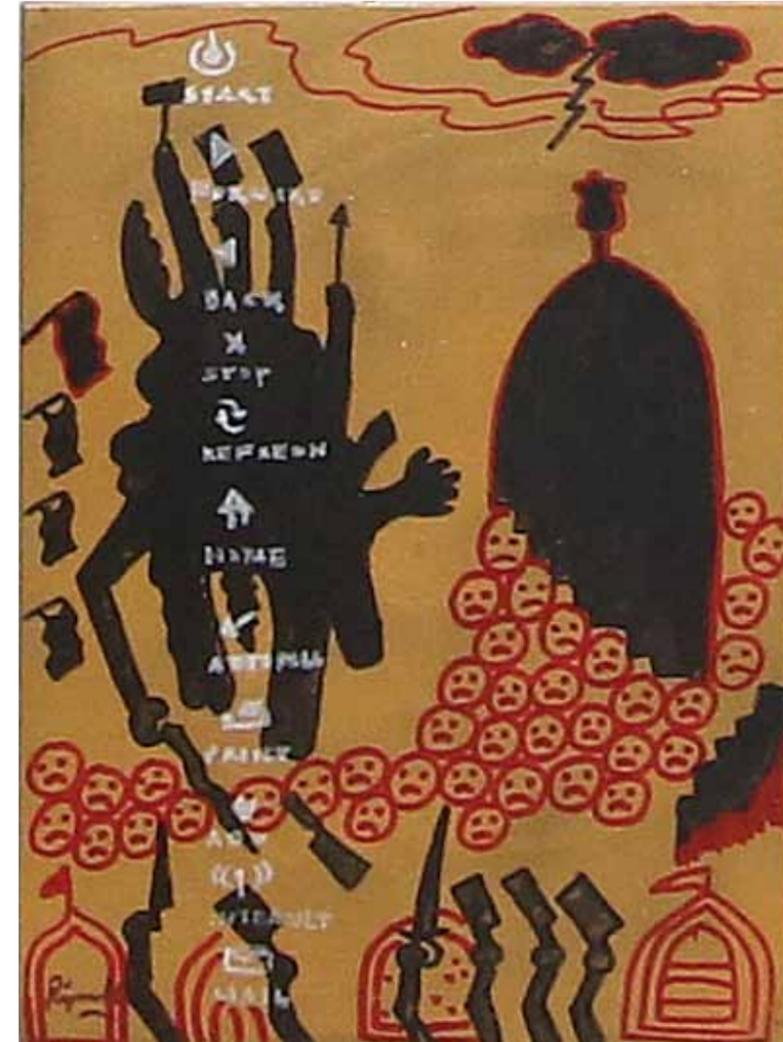
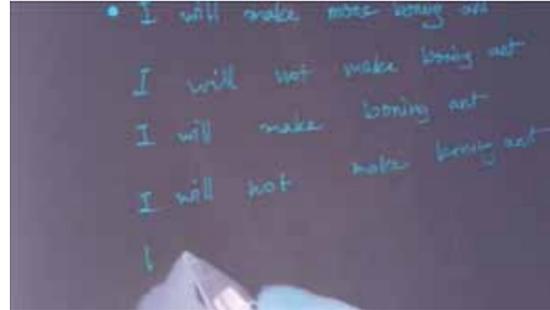
২০১৪, এএম ফাইন আর্টস, সেন্ট্রাল সেইন্ট মার্টিনস কলেজ অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন, ইউনিভার্সিটি অব আর্টস, লন্ডন, যুক্তরাজ্য; প্রভাষক, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মাল্টিমিডিয়া বিভাগ, ঢাকা।

মার্জিয়া পেইন্টিং, অ্যাসেমব্লেজ, ভিডিও স্থাপনাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে নিজস্ব ভাষাভঙ্গি তৈরি করার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নেন। তাঁর কাজ যুক্তরাজ্য, অসলো ও ভিয়েনার বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

অ্যান্ড অব রেজিস্ট্রেশন, স্থাপনা, আকার পরিবর্তনশীল, ২০১৬
হোয়াইট সিরিজ ১ ক্যালেন্ডারের পাতায় এ্যাক্রেলিক ২৮' ২৮' সি.এম, ২০১৫

আনটাইটেল, ভিডিও : ২ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, ২০১৪-২০১৬

শিল্পীর লক্ষ্য তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রতিদিনের যাপিত বাস্তবতার বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এমন এক স্থান গড়ে তোলা, যেখানে সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পীর তৈরি করা স্থান—এক গুপ্তাশ্রয়, এক অতিক্রম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে নিশ্বাস নেওয়া যায় এই অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থায়, অস্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হওয়া যায় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। এই প্রতিরোধ আধিপত্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে, নির্যাস কলুষতার মৃত্যুর বিরুদ্ধে, যুদ্ধ আর ধ্বংসের বিরুদ্ধে, চরমপন্থা আর বিপথগামিতার বিরুদ্ধে, ব্যর্থতা আর অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে, অসহায়তার বিরুদ্ধে, ভয় আর আতঙ্কের বিরুদ্ধে, কল্পজগতের উসকানি আর বস্তুরীরের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে। এই অন্যায় বাস্তবতা এবং বিপর্যয়কালের ভয়ানক অভিজ্ঞতার রাসায়নিক সংমিশ্রণে শিল্পী মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে চান।



রিপন সাহা (১৯৮২, বাংলাদেশ)

২০১০, এম.এফ.এ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
রিপনের শৈল্পিক অন্বেষণ সমকালীন সমাজে খুঁজে পাওয়া অসংলগ্নতার গল্প, যা তিনি বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায়ে বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও কর্মশালায় তিনি অংশ নিয়েছেন।

যদি, কিন্তু, তবে, ক্যানভাসে এ্যাক্রেলিক ও ভিডিও চিত্র, স্থাপনা, আকার পরিবর্তনশীল, ২০১৩-২০১৬

আমি আমার আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে রঙ, রেখা আর কাঠামোর দ্বারা অনুবাদ করার চেষ্টা করি। “যদি, কিন্তু, তবে” এই সিরিজের কাজগুলোর বিষয়ের প্রেক্ষাপট ২০১৩ থেকে আজ পর্যন্ত ঘটতে থাকা সহিংসতার রূপকল্প তৈরি করার মত ঘটনা। তবে এর সাথে আমার দ্বায়বদ্ধতা জড়িত, তাই আমি বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে পারি না।



সুমন ওয়াহিদ

(১৯৮৬, বাংলাদেশ)

২০১৩ এমএফএ, পেইন্টিং বিভাগ, কলাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ভারত।
প্রভাষক, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সুমন অ্যাকাডেমিক
করণকৌশল ব্যবহার করেও চিত্রকর্মে এক কৌতুকহাস্যের শৈলী যোগ করার চেষ্টা করেন।
স্থাপনা এবং বিশাল আকারের ড্রয়িংয়ে তাঁর আগ্রহ। জাপান, ভারত ও বাংলাদেশে বিভিন্ন
প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

আমি কি জ্ঞানী? ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক, ৪০৬ x ২১৩ সেন্টিমিটার, ২০১২

চারপাশে এত কিছু ঘটছে যে তার কুলকিনারা পাওয়া ভার। হিংস্রতা, বীভৎসতা, হাস্যকর,
অলীক; সর্বোপরি বৈচিত্র্যময় এত কিছুর ভিড়ে সবকিছুই কেমন ভাঁড়ামি মনে হয়। খারাপ
কিছু দেখব না, বলব না, শুনব না—এই জ্ঞানী তিন বানরের মিথ ধরেও আর বাঁচা সম্ভব
হচ্ছে না। ভালো আর খারাপের সংজ্ঞাটাও আজ অনেকটাই আপেক্ষিক, ক্ষমতার সঙ্গে
সম্পর্কিত। একটা দৃশ্য শেষ হওয়ার আগেই সেই দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্য অনেক দৃশ্য,
হয়তোবা কখনো দৃশ্যপটই পাল্টে যায়। তথ্যপ্রযুক্তির এই রমরমা সময়ে 'ইমেজের' সংকট
হয় না। চোখ খুললেই চারদিকে ইমেজ। বর্গিল এত সব ইমেজের মাঝে নিজের ইমেজটাই
বড় সাদামাটা লাগে। দিন শেষে এত শব্দ, এত ইমেজ এর কোনোটারই যখন কোনো মানে
বোঝা দায়, তখন মনে হয় কান, মুখ বন্ধ করে বসে থাকাকাটা ভালো। কিন্তু এভাবে বসে
থাকাটাও ভালো লাগে না বেশিক্ষণ। কারণ ভেতর থেকে প্রশ্ন ডাকে, 'আমি কি জ্ঞানী?'



আফসানা শারমিন

(১৯৮৪, বাংলাদেশ)

২০১১, এমএফএ, ভাস্কর্য, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
তাঁর কাজে উঠে আসে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎ, বিশেষ করে নারী হিসেবে
সামাজিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, ভিডিও, স্থাপনা এবং পারফরম্যান্সের
মাধ্যমে তিনি শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন। বাংলাদেশ, ভারত ও জাপানে বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে
তিনি অংশ নিয়েছেন।

নিয়ত হয়ে ওঠার গল্প (২), চুল (আমার নানি, মা, বোন এবং আমার চুল), সেফটিপিন,
আলোকচিত্র, কাচ এবং ভিডিও স্থাপনা, আকার পরিবর্তনশীল; ২০১৬

মূল বা শেকড়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার চেষ্টা অসম্ভব বটে। দিনান্তে শেকড়ের বাঁধনই বাঁচিয়ে
রাখে, নতুন উদ্যমে বাড়তে শেখায়। আমরা যা কিছুই করি, আর যা কিছুই ভাবি, সবটার
সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে প্রজন্মের ইতিহাস আর কর্মোদ্দীপনা। জীবন যতটা তার চেয়ে বেশি
জন্ম আমরা বেঁচে থাকি আমাদের উত্তরাধিকারের গতিতে অথবা নিজে উত্তরাধিকার হয়ে।



পলাশ ভট্টাচার্য্য

(১৯৮৩, বাংলাদেশ)

২০১০ এমএ, বিএফএ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। শিল্পী পলাশ তাঁর বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সাহায্যে মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে যোগাযোগসূত্র তৈরি করতে চান অথবা প্রশ্ন করেন। শিল্পী তাঁর উপকরণ ও ভাবনা সংগ্রহ করেন বিভিন্ন মাধ্যম থেকে। যেমন চলচ্চিত্র: মঞ্চ, স্থাপনা ও চিত্রশিল্প। তিনি বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, চায়নাসহ বিভিন্ন দেশে আর্ট ফেস্টিভ্যাল ও প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

ব্রডকাস্টিং, তিনটি চ্যানেল ভিডিও স্থাপনা, ৩ মিনিট (লুপ), ২০১৫
দাউন! ভিডিও ৫৫ সেকেন্ড, ২০১২
একদিন খেলার সময়, ভিডিও ৩ মিনিট ৪ সেকেন্ড, ২০১২

সম্প্রচার নতুন কোনো কিছু আবিষ্কারের সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। মুক্ত এই সুযোগ। একই মুহূর্তকে তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রচার করে, বাছাই করা একটি মুহূর্ত। এটি সরাসরি ছড়িয়ে দেয় এমন সব জিনিস, যা দ্রুত আমাদের মগজে ঢুকে যায়, আমাদের আবেগী করে তোলে। গণমাধ্যমের বরাতে আমরা বিভ্রমের সাজানো প্যাকেজ পাই। শিল্পী তাঁর অন্তরের জিনিসগুলোকেই সম্প্রচার করেন। সেই অন্তর বিরক্ত, ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত। শিল্পীর এই কাজ আমাদের চারপাশের জগতের একটি অডিও ভিজুয়াল বয়ান। শিল্পী তাঁর দৈনন্দিন জীবন থেকে তিনটি পরিচিত কর্মকাণ্ড বেছে নিয়েছেন। মাইক্রোফোন ব্যবহার করে উচ্চ আওয়াজে তিনি এই কর্মকাণ্ডগুলো করেছেন।



রুপম রায়

(১৯৮৮, বাংলাদেশ)

২০১১, এমএফএ, ভাস্কর্য বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রুপম রায় মূলত ভাস্কর্যধর্মী মাধ্যমে নিজেকে সীমিত রাখেন। তার নির্মিত কাব্যিক অবয়বগুলো শ্রুতি উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়, যেমন প্রচলিত মাইক-এর ফর্ম, মানুষের কান, মানব অবয়ব ইত্যাদি। বাংলাদেশ, ব্রিটেন ও জাপানে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যৌথ প্রদর্শনী ও রেসিডেন্সিতে অংশ নিয়েছেন তিনি।

দ্যা ইনার নেচার অফ সাউন্ড ৩, ৪ এবং ৮, লোহা ও এলুমিনিয়াম ভাস্কর্য, স্থাপনা, আকার পরিবর্তনশীল ২০১৬।

শিল্পীর কাছে প্রকৃতিসৃষ্ট আওয়াজ হচ্ছে 'প্রত্যক্ষ শব্দ' আর মানবসৃষ্ট আওয়াজ হলো 'পরোক্ষ শব্দ'। যে শব্দ তার উৎসের কাছে ফিরে আসে তা 'প্রতিধ্বনি'। কিছু শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এইসব শব্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমার তাৎক্ষণিক আঁকা রেখাগুলিও পরস্পর জড়িয়ে-পেঁচিয়ে যায়। এগুলো শব্দের অন্তর্গত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এই শক্তি শব্দের উৎস ও প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। ড্রইং, বিভিন্ন মেটেরিয়াল শব্দ বস্তু ও ফর্মের ব্যবহারের সাহায্যে আমার শিল্পকর্ম তৈরী।





সৈয়দ মো. সোহরাব জাহান
(১৯৮৬, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)

২০০৯, এমএ, ভাস্কর্য বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। যোগ আর্ট স্পেস-এর কিউরেটর এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সামাজিক ও কমিউনিটি শিল্পচর্চা এবং জনপ্রিয় উৎসবের সঙ্গে সমন্বয়ধর্মী কাজের প্রতি বোঝা তাঁর। তাঁর শিল্পকর্ম এবং কিউরেশন-প্রক্রিয়াকে তিনি বিভিন্ন ধারায় প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনী, কর্মশালা এবং বাংলাদেশ ও নেপালে বিভিন্ন রেসিডেন্সিতে যোগ দিয়েছেন।

আ রয়েল বেঙ্গল ক্যাট, সিটিং অন আ রয়েল বেঙ্গল টেবল, ইন ফ্রন্ট অব আ রয়েল বেঙ্গল টিভি, ওয়াচিং আ রয়েল বেঙ্গল টাইগার ক্রাই। অ্যানিমেশন এবং বই সহযোগে ভাস্কর্য স্থাপনা, ১৫২ x ৩৩৬ x ১২২ সি.এম, ২০১৬

কালো বিড়াল আর সাদা বিড়াল টিভি দেখছে। টিভিতে বাঘ কাঁদছে। বাঘের কান্নার কারণ বিড়ালের ভালো করে জানে। আমি অবশ্য কিছুই জানি না, বাঘ কেন কাঁদে। তাই এ নিয়ে কিছু বলব না। আমি চিন্তা করার চেষ্টা করি, বাঘের কান্নার কারণ। বিড়ালের সাহায্য নিয়ে আমি কয়েকটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ সাদা বিড়াল, কালো বিড়াল—তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমি এই কান্নার কিছুই জানতাম না। ও বিড়ালেরা, বলতে পারো, কী করে তোমরা বাঘের কান্নার কারণ টের পাও? তোমরা নিশ্চিত জানো বাঘের কান্নার কারণ?



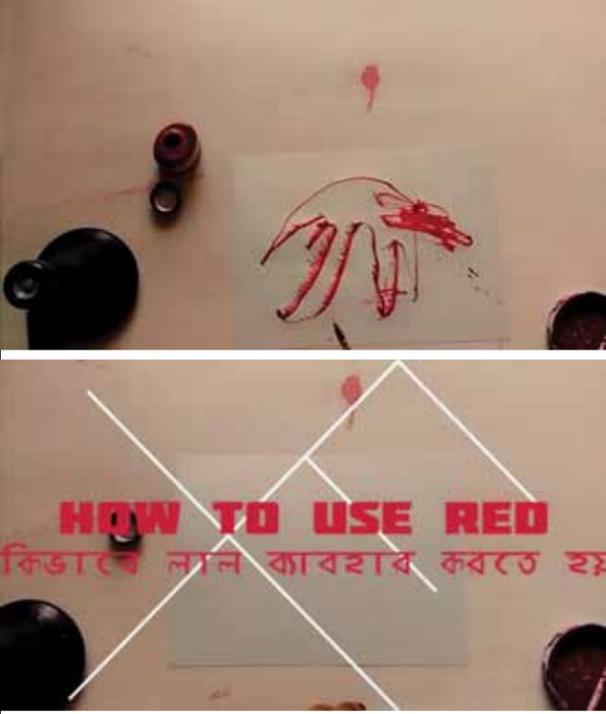
ঈশিতা মিত্র তস্বী
(১৯৮৯, বাংলাদেশ)

২০১৪, এমএফএ, ছাপচিত্র বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রভাষক, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর। নিজের চারপাশের বিভিন্ন উপকরণ সাজিয়ে ভাস্কর্যধর্মী অবয়ব দেওয়ার মাধ্যমে নতুন অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করেন ঈশিতা মিত্র। আলোকচিত্র থেকে ভিডিও, স্থাপনা থেকে চিত্রকর্ম—নানান মাধ্যমে রূপ লাভ করে তাঁর ভাবনা। বাংলাদেশ ও অস্ট্রিয়ায় বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে তিনি অংশ নিয়েছেন।

ভিশন-৪ : মিশ্র মাধ্যম ভাস্কর্য; ৫৯ x ৫৪ x ৩৩ সি.এম, ২০১৪
পারসেপ্ট-২ : মিশ্র মাধ্যম ভাস্কর্য; ৯২ x ৩৮ x ৩০ সি.এম, ২০১২
রিমিক্স : মিশ্র মাধ্যম ভাস্কর্য; ৬৪ x ৬১ x ৪৩ সি.এম, ২০১২

শিল্পকর্মের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করতে চাই আমি। নিজের চারপাশের জগৎ নিয়ে কাজ করাই আমার আগ্রহ। নানান ধরনের উপকরণ কল্পনা করে আমি শিল্পকর্ম গড়ি। সেগুলোর নিজস্ব তাৎপর্য ও ভাবাদর্শ থাকে। আমার চারপাশের অতিসাধারণ যা কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে সেগুলোর তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করি। প্রতিটি বস্তু নিজস্ব ভাবনা, অর্থ ও মাত্রা আলাদা। অনেকগুলো আলাদা আলাদা বস্তুকে একত্র করলে সেগুলো তাদের নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে ফেলে, পরিণত হয় এমন এক বস্তুতে, যা পুরোনো ভাবাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এক নতুন বস্তু।

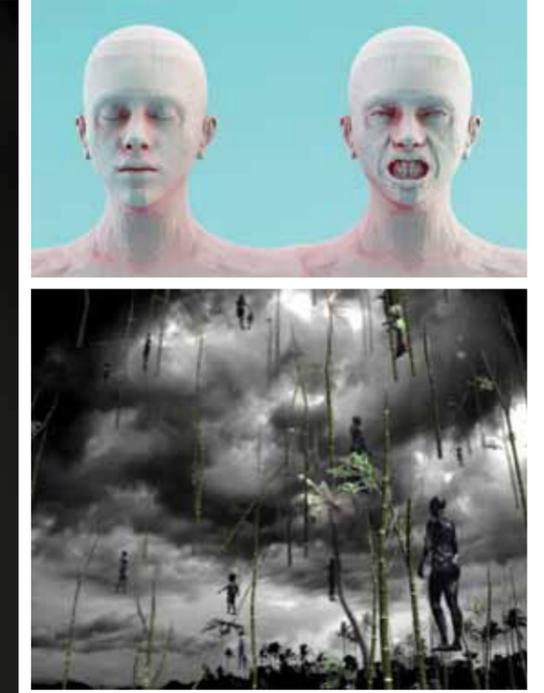
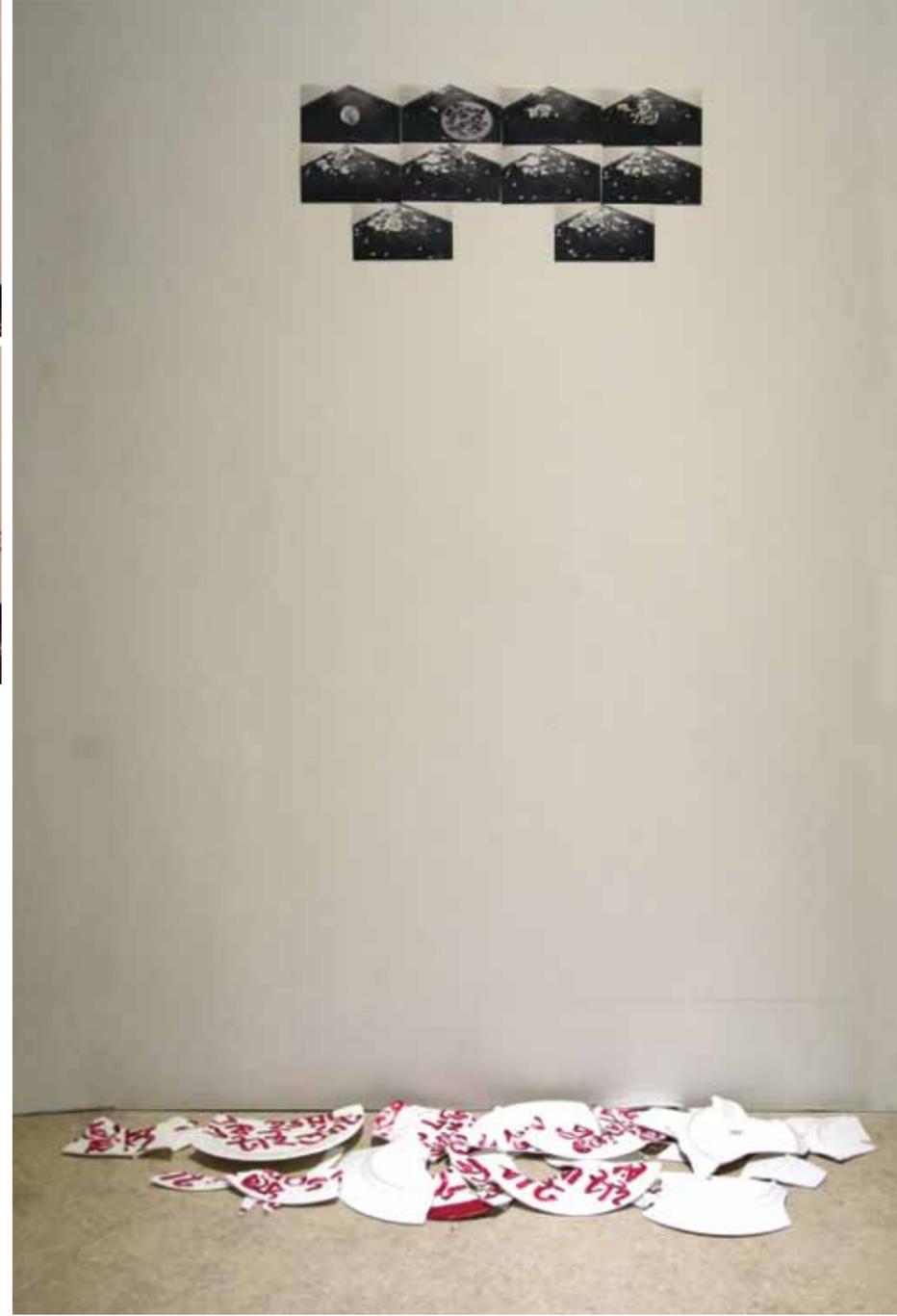




আবীর সোম ওরফে আর মুট (১৯৮৮, বাংলাদেশ)

২০১৩, স্নাতক, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
আবীর ওজিসিজেএম আর্ট নামক একটি শিল্প সংগঠনের সঙ্গে ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। তিনি মূলত ড্রয়িং, ভিডিও, ইমেজ ম্যানিপুলেশন, আলোকচিত্র এবং বক্তব্যভিত্তিক কাজ করে থাকেন।

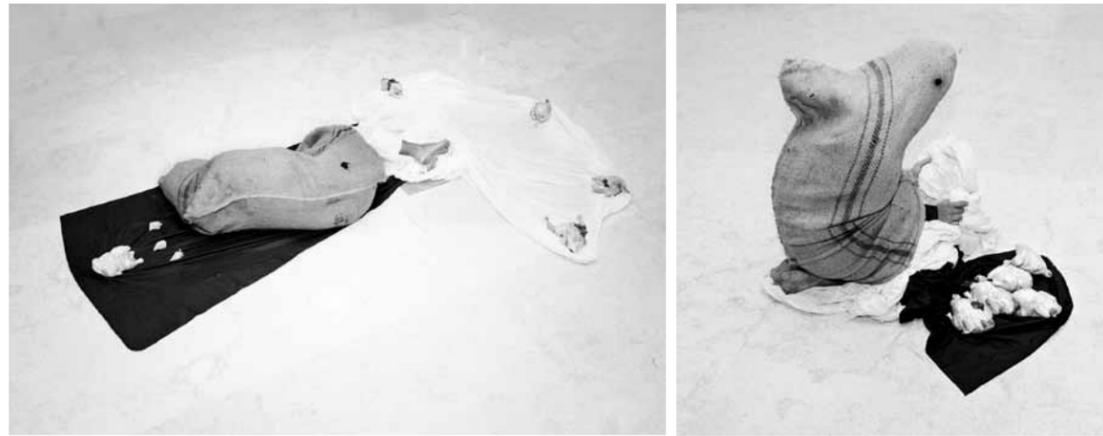
কিভাবে লাল ব্যবহার করতে হয়, ভিডিও : ১মিনিট ১৯ সেকেন্ড, ২০১৬
গঠনবিমুখ ম্যানিফেস্টো, সফট কপি ও হার্ড কপি, টেক্সট, ইমেজ ও গ্রেট—স্থাপনা শিল্প, আকার পরিবর্তনশীল, ২০১৬



মো. আলমগীর হোসাইন (১৯৮১, বাংলাদেশ)

বিএসসি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), চারুকলা বিভাগ (বাফা), অ্যানিমেটর এবং ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট।
ডিজিটাল ফটো ম্যানিপুলেশন, স্থাপনা, ভাস্কর্য, ভিডিও স্থাপনাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন।
বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

লিমিটেশন, ভিডিও স্থাপনা, ২ মিনিট (লুপ), ২০১৬
দ্যা এন্ড, ভিডিও; ১মি : ৩০ সে., ২০১৬
জীবন কতগুলো অভিন্ন অনুভূতি আর পরিস্থিতির সমাহার। সবারই এসব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। শৈশব সবারই জীবনের একটি অভিন্ন অধ্যায়। কিন্তু সময় যতই পেরিয়ে যেতে থাকে, এই শৈশবকে ততই স্বপ্ন বলে মনে হয়। কিছু কিছু অনুভূতি পরিবর্তনশীল এবং এগুলো আমাদের প্রবলভাবে টেনে নিয়ে যায়। যেমন সুখ, দুঃখ ইত্যাদি। এসব অনুভূতি ও পরিস্থিতিই আমাদের আলাদা আলাদা মানুষে রূপান্তরিত করে। এই ভিডিও স্থাপনায় ভার্সিয়াল (কম্পিউটার সৃষ্ট) চরিত্র ব্যবহার করেছি। কম্পিউটার কপি-পেস্ট বহুল ব্যবহৃত 'প্রয়োগ'। এখানে আমি একটি চরিত্রের অভিজ্ঞতা কপি ও পেস্ট করে আরেকটি চরিত্রের মধ্যে প্রবাহিত করেছি। আমাদের জীবনও বিষাদ, হতাশা আর লড়াইয়ের একই পুনরাবৃত্তি।



অতীশ সাহা (১৯৯০, বাংলাদেশ)

ফ্রিল্যাপ্স আর্টিস্ট, অতীশ সাহার কাজ আলোকচিত্র আর পারফরম্যান্স আর্টের মিশ্রণ।

রিলিজেন ইজ পারসোনাল, নিজে পারফর্ম করা আলোকচিত্র সিরিজ, প্রতিটি ৫১ x ৭৬ সে.মি, ২০১৪

এন ইনভিজিবল ম্যান, পারফরমেন্স, ২ ঘন্টা, ২০১৬

‘ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়’ কথাটা সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শেরই আরেকটি চিহ্নতাত্ত্বিক পুনরাবৃত্তি মাত্র। অচেনা আবেগে ঠাসা ব্যক্তির মনে প্রতিসরিত হয়ে আসা এক পুনঃকথন। নিজের সম্প্রদায় এবং জীবনের এক পর্যায়ে যে বিশ্বাসকে সে পরিত্যাগ করে এসেছে, তার সঙ্গে অতীশের নিজের এক মিশ্র সম্পর্ক এই কাজে প্রতিফলিত হয়



মোজাহিদ মুসা

(১৯৯০, বাংলাদেশ)

এমএফএ (অধ্যয়নরত), ভাস্কর্য বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রিল্যাপ্স আর্টিস্ট। মোজাহিদ মুসার প্রধান শিল্পমাধ্যম ভাস্কর্য। বিশেষ করে মানব ফিগারের মধ্যে যোগাযোগ, ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। বাংলাদেশ ও জাপানে বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনী ও রেসিডেন্সিতে অংশ নিয়েছেন।

হোয়েন উই বিকাম মেডিসিন-৩। মিশ্র মাধ্যমের ভাস্কর্য, পূর্ণাবয়ব, ২০১৬

মানুষের দেহ ও এর সাথে জড়িত রাজনৈতিক কথোপকথন শিল্পী মোজাহিদ মুসার প্রধান উপজীব্য। মানবদেহের ক্রিয়াকর্ম অনুধাবনে তিনি দেখেন প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিলুপ্তি এবং বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রযুক্তিনির্ভর, প্রকৃতিবিরুদ্ধে ওষুধের জায়গা দখলের কারণ। এইসব কোম্পানির রাজনীতিতে মানুষ হয়ে উঠেছে তাদের গিনিপিগ।

ইমরান সোহেল (১৯৮৪, বাংলাদেশ)

২০১৩, এমএফএ, চিত্রকলা বিভাগ, কলা ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ভারত।
ইমরান সোহেলের কাজের ক্ষেত্র শব্দ, টেক্সট স্থাপনা, চিত্রকলা ও পারফরম্যান্স।
বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন তিনি।

(২০.০৪.১৯৮৮-২৯.০৭.২০০৫),
কাপড় এবং টেক্সটের স্থাপনা, আকার পরিবর্তনশীল; ২০১৬

মোহাম্মদ আশিকুর রহমান (রানা)। জন্মের তারিখ এবং সালের সঙ্গে অন্য একটি তারিখ ও সাল পাশাপাশি রেখে বন্ধনী দিয়ে যখন আবদ্ধ করা হয় তখন সে অসাড় হিসেবেই উপস্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। শারীরিকভাবে অস্তিত্ব না থাকাটা মানেই যে 'না থাকা' নয়, তার উপলব্ধি তো জীবিতেরই সম্ভব। ২০০৫ সালের ২৯ জুলাই নিজের বয়সকে সব সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় স্থবির রাখতে চাওয়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত ১৮-এর গুরু বয়সেই সে নিয়ে নিয়েছে। সে শিল্পীর ছোট ভাই।



মিজানুর রহমান সাকিব (১৯৮১, বাংলাদেশ)

এমএফএ, ছাপচিত্র, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১। স্থাপনা, ফটোগ্রাফি, ভাস্কর্য, ভিডিও স্থাপনাসহ বিভিন্ন মাধ্যমকে একত্রিত করে সাকিব তার শিল্পকর্ম উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ প্রদর্শিত হয়েছে।

ওয়ার অব ইমেজ, মিশ্র মাধ্যম-ইমেজ কোলাজ ও ভিডিও স্থাপনা, আকার পরিবর্তনশীল, ২০১৬।
ব্রিডিং স্পেস অব ডে ইগো, ভিডিও : ৪৫ সেকেন্ড, ২০১৫

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হাজার হাজার ইমেজ, তথ্য আর টেক্সটের স্তর একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে যায়। আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ইন্টারনেট, টেলিভিশন, ছাপা কাগজ, সংবাদ, বিজ্ঞাপন, ফোন এবং অন্যান্য মাধ্যমে অজস্র ইমেজের এক জগতে বসবাস করি। আমরা গুলিয়ে ফেলি কী খুঁজছি, কোথায় আমাদের অবস্থান, আমরা জানি না সত্যিকার জ্ঞান কোথায়, এসব উদ্ভূত তথ্য দিয়ে কী আমরা করব, এই ইমেজের জোয়ারে আমাদের অস্তিত্বের কী মানে। সমসাময়িক কালে সবার বসবাস ইমেজের মধ্যে। এমনকি এ যুগের যুদ্ধও কেবল মিডিয়ার প্রচারিত ইমেজের মধ্যেই অস্তিত্বশীল, যেখানে বেশির ভাগ সত্য আড়াল করা হয়, নয়তো কারসাজি চলে।



অংমাখাই চাক্
(১৯৯২, চট্টগ্রাম)

গ্র্যাজুয়েশন, পাঠশালা, সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট, জুনিয়র ফটোগ্রাফার, ঢক। বাংলাদেশ ও চীনে আলোকচিত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনী ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন অংমাখাই চাক্।

হারমনি, সিরিজ আলোকচিত্র, প্রতিটি ৩১ x ৩১ সেন্টিমিটার (৯টি ছবি) ২০১৩; সংস্করণ : ১০

আমার জন্ম চাক সম্প্রদায়ে, এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি। পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি আমার আগ্রহের বিষয়। আমার শেকড় আদিবাসী সংস্কৃতিতে গাঁথা, কিন্তু আমার বর্তমান সত্তা আমাদের আশপাশের জগৎ দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। এই ফটোস্টোরিটিতে মূলত আমি অনুসন্ধান করি পুরাণ, লোককাহিনি ও সমকালীন রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্য দিয়ে ক্রমপরিবর্তনশীল পৃথিবীতে, আমার আদিবাসী সত্তা।



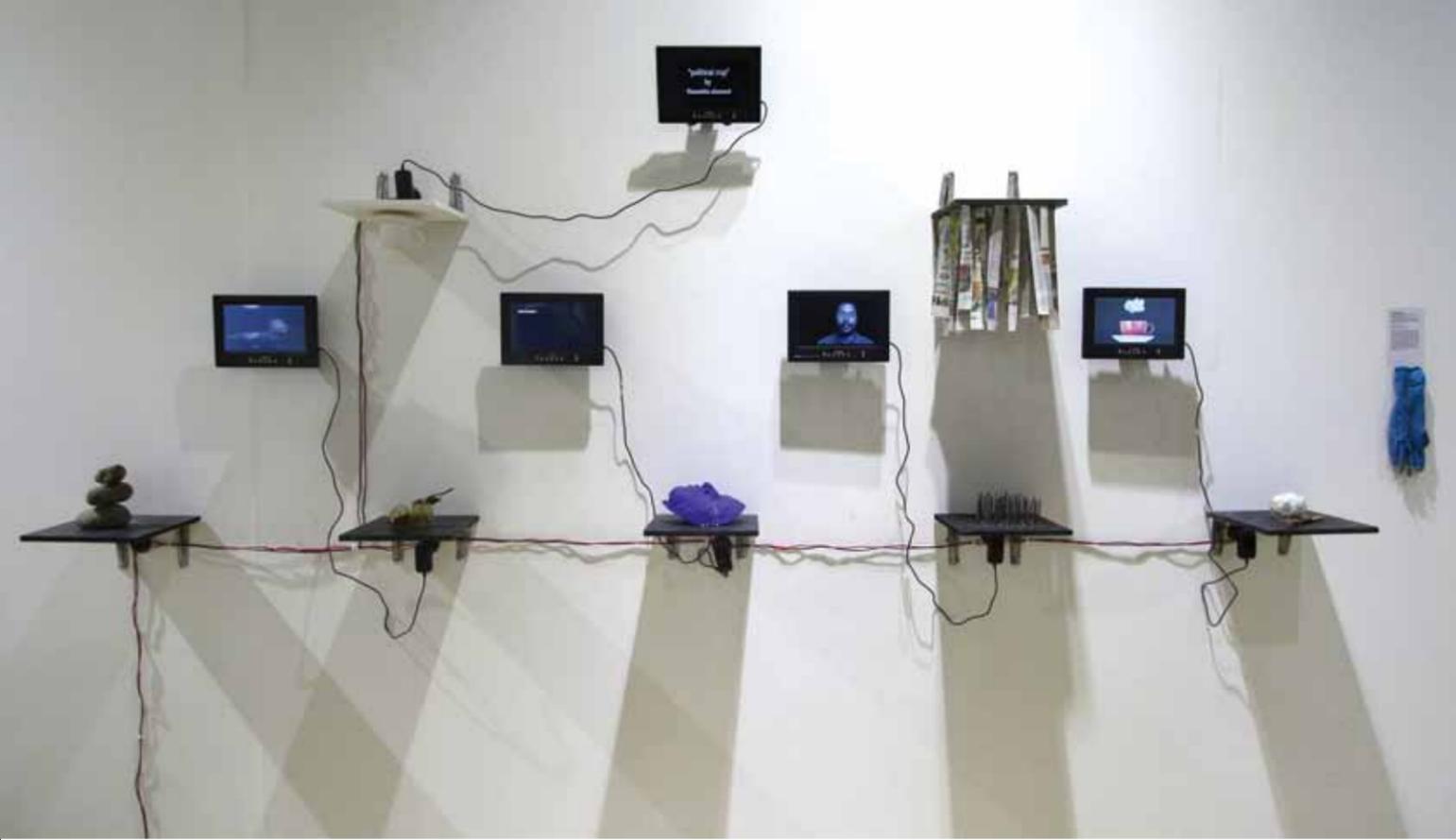
প্রমিতি হোসেন
(১৯৯১, বাংলাদেশ)

২০১৬, অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স, পেইন্টিং, কলাভবন, বিশ্বভারতী।
পেইন্টিং এবং পারফরমেন্স প্রমিতি হোসেনের প্রধান মাধ্যম। ২০১২-২০১৬ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনী ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন।

লেটার ফর্ম এন ওল্ড ফেল্ড, মিশ্রমাধ্যম চিত্রকলা, ১৫০x৮৭ সেন্টিমিটার, ২০১৬
পজিটিভ উইথ ইন নেগেটিভ; মিশ্রমাধ্যম চিত্রকলা, ১৫০x৮৫ সেন্টিমিটার, ২০১৫
ক্যাওজ উইথ ইন পিস; মিশ্রমাধ্যম চিত্রকলা, ১৩৯x ৭৮ সেন্টিমিটার, ২০১৬

জগতে দুর্বলের ওপর নিপীড়নই সবলের অত্যাচার। আরও কর্কশ বাস্তবতা হলো নিপীড়িতের হৃদপিণ্ড ধীরে ধীরে আওয়াজ করতেই ভুলে গেছে। এরকম এক বাস্তবতায় শিল্পী পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ববাদের শিকার নারীর প্রতি সহমর্মিতা বোধ করে এসেছেন বরাবর। বহুযুগ ধরে এটি আমাদের সমাজের এক গুরুতর সমস্যা। প্রতিদিন সংবাদে, নিবন্ধে নানান স্তরের নারীর ওপর নানান প্রকারের সহিংসতা আর শোষণের সংবাদ পড়ে শিল্পীর মনের মধ্যে যে ক্ষোভ জন্মে, এই কাজে তিনি তাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।





নিয়াজ উদ্দীন আহম্মেদ (১৯৮৩, বাংলাদেশ)

২০১১, এমএফএ, ভাস্কর্য, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ভিডিও স্থাপনাসহ বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয় করেন নিয়াজুদ্দীন আহম্মেদ। বাংলাদেশে বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ স্থান পেয়েছে।

রাজার নীতি, ভিডিও স্থাপনা, ১.১৬ মিনিট, ২০১৬

আমরা এমন একটি দুঃস্বপ্নের ফাঁদে আটকে আছি, যেখানে যুদ্ধ পবিত্র এবং প্রেম অস্বাভাবিক। পৃথিবীকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোনো দেশ কতগুলো বোমা বানিয়ে রেখেছে, হিসাব হয় সগৌরবে। বিভাজনরেখা এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা সবকিছুতেই বিরাজমান। সবকিছুকে আয়ত্তে রাখার জন্য ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা জরুরি। মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসার বদলে হচ্ছে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের জয়। প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে বিভেদের এই দেয়াল। আমরা এখন অভ্যস্ত সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে রক্তাক্ত চেহারাগুলো দেখে সকালে নাশতা করে বেরিয়ে পড়তে আর রাতের খাবার খেয়ে শুতে যেতে।



কাজমিন সামিয়া (১৯৮৯, বাংলাদেশ)

২০১৬, মাস্টার্স অব আর্টস, ভিজুয়াল আর্টস, কুইন্সল্যান্ড কলেজ অব আর্ট, গ্রিফিন ইউনিভার্সিটি। দৃশ্যশিল্পের একাধিক মাধ্যমে কাজ করেন কাজমিন সামিয়া, যেমন পেইন্টিং, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, অ্যানিমেটেড স্টিল এবং পারফরমেন্স। লন্ডন ও অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

ট্রান্স-জেনারেশনাল ইস্যুজ : দ্য গ্যাপ বিটুইন ইচ উইমেন গ্র্যান্ডমাদার, মাদার অ্যান্ড আই। অ্যানিমেটেড ভিডিও, ১৩ মিনিট, ২০১৬

কাজমিন সামিয়া মূলত কাজ করেন 'আইডেনটিটি/আত্ম পরিচয়' নিয়ে। এমনি বিষয়নির্ভর সিরিজ কাজের মাঝে পরিচয় এর বিবর্তনের উপাদান হিসেবে 'ক্ষয়'-এই ভিডিও চিত্রটিতে মূল বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়। ড্রইং, পেইন্টিং, ইমেজ ম্যানিপুলেশন এবং অ্যানিমেটেড ভিডিও ব্যবহার করে তিনি যে শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর তিন প্রজন্ম তার নানি, মা ও নিজের জীবনকে তুলে ধরেছে।



অর্পিতা সিংহ লোপা

(১৯৮৬, বাংলাদেশ)

বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনী ও আর্ট কালেকটিভের কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন অর্পিতা সিংহ। তিনি বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক কর্মশালা ও প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

আনএক্সপেকটেড রিয়ালিটি; মাধ্যম : পারফরমেন্স আর্ট; ব্যাপ্তি : ১৫/৩০ মিনিট; সময় : ১২ নভেম্বর, ২০১৬

শিল্পী অর্পিতা সিংহ এমন এক চর্চায় নিবেদিত যেখানে তিনি তার কর্মকাণ্ডের প্রভাব সঙ্কর্কে অজ্ঞাত থাকতে পারেন না। সেখানে মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই চর্চা বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দেহের পরিধি আর বাস্তবতার কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় শিল্পীকে। এই চর্চা মনে করিয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত সকলই নিঃশেষ হয়। কিছুই থাকে না।



মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম শুভ

(১৯৮২, ঢাকা)

২০১২, এমএফএ ভাস্কর্য, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রিগ্যাপ আর্টিস্ট এবং ওজিসিজেএম আর্ট কালেকটিভের প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা, ভিয়েনা, প্যারিস, বার্লিন, রোম, নিউইয়র্ক ও সাংহাইতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রদর্শনী এবং বিয়োনালেতে অংশ নিয়েছেন তিনি। এ বছর থেকে তিনি ভিয়েনায় বসবাস করছেন।

ফাস্টার স্যাটিয়েশন, বাট ওনলি ফর নেভারদিলেস বিহেভিয়ার, ভিডিও শিল্প, ৬ মিনিট, ২০১৪

এই ভিডিওতে আমরা দেখি একটি অতিরিক্ত জনসংখ্যার শহরে সাধারণ মানুষের চিত্র। তারা যেন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন আবর্তে বিচ্ছিন্ন, কোনো অজানা শক্তি তাদের পরিচালিত করে। এসব দেহাবয়বের বিশৃঙ্খলা ও অর্থহীনতা এমন এক একমুখী ছুটে চলা, যার গন্তব্য অনন্ত শূন্যতা। সেখানে নানান কাঠামোর মধ্যে মিশে যাওয়া মানুষের অস্তিত্বের অবশেষ এক সাংস্কৃতিক অরাজকতার পরিচায়ক। নির্দেশনা দেওয়ার বদলে শিল্পী চেয়েছেন এই বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলোই ভিডিওটিকে নির্দেশনা দিক। এই ভিডিওটির বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনা, সমকালীন সমাজের আতঙ্কের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে পারে এক নান্দনিক প্রতিরোধ।



ত্রিশূল ইউ টিউব চ্যানেল

ত্রিশূল : ত্রিশূল একটি ইউটিউব চ্যানেল
trisola-trisoul-1768@pages.plusgoogle.com

ত্রিশূল। এই নাম তিনটি সত্তার অংশ : আশুন, বাতাস ও জল। এরা সৃষ্টি হয়েছে ব্যোম থেকে। তারপর পরিণত হয়েছে ক্ষিতিতে। ত্রিশূল এই তিন সত্তার সৃজন ও ধ্বংস তুলে ধরে। এই ইউটিউব চ্যানেল এযাবৎ চারটি দৃশ্যকাব্য প্রকাশ করেছে। এগুলো হলো : আম, বাংলা বর্ণমালা, চড়ক, জটাধরের মেলা এবং চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ, ২ মিনিট ১৩ সেকেন্ড ২০১৬



ইফাত রেজয়ানা রিয়া (১৯৯০, বাংলাদেশ)

২০১৫, এমএফএ, ছাপচিত্র বিভাগ, চারুকলা
 অনুযদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পারফরমেন্স ও স্থাপনা শিল্পে নিজের শিল্প
 ভাষা অনুসন্ধান করেন ইফাত রাজওয়ানা
 রিয়া। বাংলাদেশ, ভারত ও জাপানে বিভিন্ন
 প্রদর্শনী ও রেসিডেন্সিতে অংশ নিয়েছেন।

সরকার নাসরিন টুনটুন (১৯৮৭, বাংলাদেশ)

২০১২, এমএফএ, ভাস্কর্য বিভাগ, চারুকলা
 অনুযদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মূলত ভাস্কর সরকার নাসরিন টুনটুন স্থাপনা
 ও পারফরমেন্সেও আগ্রহী। বাংলাদেশ, ভারত
 ও নেপালে একাধিক প্রদর্শনী ও আর্ট ক্যাম্পে
 অংশ নিয়েছেন।

“নেয়ার ইচ্ছা শক্তি বেশী দেয়ার প্রবনতা
 কম। দেয়ার বেলায় উচ্ছিন্ন নেয়ার বেলায়
 উৎকৃষ্ট।”

কোলাবরেটিভ পারফরমেন্স, ইফাত রেজয়ানা
 রিয়া ও সরকার নাসরিন টুনটুন; সময়ঃ ৩০
 মি.; ২০১৬



সনদ কুমার বিশ্বাস (১৯৮৮, বাংলাদেশ)

২০১১, এমএফএ, ভাস্কর্য বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ভাস্কর্য ছাড়াও স্থাপনা, লাইভ বডি আর্ট এবং স্পেস নিয়ে নানারকম নিরীক্ষায়
প্রবল ঝোঁক সনদ কুমার বিশ্বাসের। বাংলাদেশ ও জাপানে বিভিন্ন যৌথ
প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

আমি এবং আমি; মাধ্যম, পারফরমেন্স, ১৫ মিনিট, ২০১৬

ধরা যাক, এটি এক নজিরবিহীন অনন্ত কবিতা... স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ আর
অনুভূতি। এক কাঁপাকাঁপা অস্তিত্বের ধোঁয়াশায় ভিন্ন এক আমিকে খোঁজা, যে
আমি অন্তহীনভাবে বদলে যেতে থাকে।



ফারাহ নাজ মুন (১৯৮৩, বাংলাদেশ)

২০০৯, এমএ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়। মূনের কাজের প্রধান উপজীব্য সমাজ-
রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নারীপুরুষ সাম্য। পারফরমেন্স
এবং স্থানিক স্থাপনা শিল্পে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।
দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনী এবং
রেসিডেন্সিতে অংশ নিয়েছেন।

পরিপক্ক চামচ, পারফরমেন্স, ১৫/২০ মিনিট, ২০১৬

একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে বেড়ে উঠছে এই প্রজন্ম।
আবার সংকটকাল আমাদের সামনে এনে দাঁড় করায়
নানান সুযোগ। কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করার মতো
পরিপক্কতা চাই। পরিপক্ক হওয়ার চামচ দেওয়া-নেওয়া
নিয়ে শিল্পীর পারফরমেন্স।



জুবলী দেওয়ান (১৯৯০, বাংলাদেশ)

২০১২, এমএফএ (পেইন্টিং),
চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট।
জুবলী দেওয়ান বিভিন্ন শিল্প মাধ্যম
বিশেষ করে পারফরমেন্স নিয়ে
কাজ করেন। বাংলাদেশ ও নেপালে
অনেকগুলো প্রদর্শনীতে তিনি অংশ
নিিয়েছেন।

মি অ্যান্ড মাই এক্সিসটেন্স,
পারফরমেন্স, ৫ মিনিট, ২০১৬।

আমি পার্বত্য এলাকার মানুষজনের
ব্যাপারে আমার অনুভূতি তুলে ধরার
চেষ্টা করি।



জুয়েল এ রব (১৯৮৬, বাংলাদেশ)

২০১১, এমএফএ, ডইং অ্যান্ড পেইন্টিং,
চারুকলা অনুযদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভিজুয়াল আর্টিস্ট। বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া
ও শিল্প মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ
করছেন। পারফরমেন্স শিল্পী হিসেবে তিনি
আর্থ-সামাজিক ও কমিউনিটি ভিত্তিক
ভাবনা নিয়ে কাজ করেন। বাংলাদেশ
ও ভারতে অনেকগুলো প্রদর্শনীতে তিনি
অংশ নিিয়েছেন।

ট্রাস্ট মি : আই অ্যাম লাইং, পারফরমেন্স,
১০ মিনিট, ২০১৬।

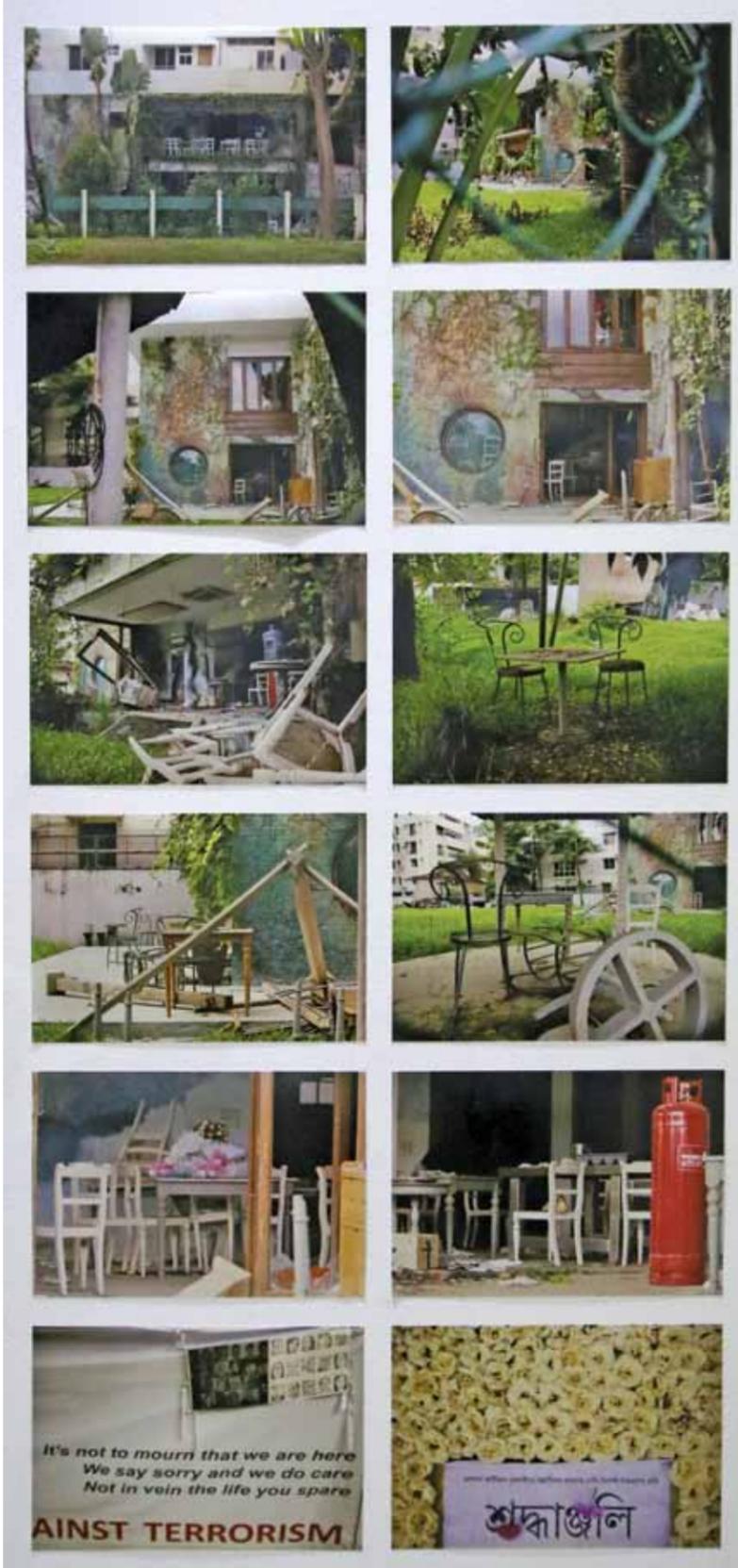
বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সনাক্তকরণ
উকরণ হলো মুখমন্ডল। তবু মুখ সর্বত্রই
ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে
(পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চাকরির
পরিচয়পত্র, শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যাংক,
ক্রেডিট কার্ড, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, স্মৃতি)
মুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
যখন নিজের কর্মদোষে আত্মপরিচয়
(নৈতিকতা, আদর্শ) ধ্বংস হয়ে যায়,
তখন আত্মা ডুবে যায় অন্ধকারে। কিন্তু
মুখমন্ডল (দৃশ্যগত পরিচয়) কোনো
পরিবর্তনের আভাস দেয় না। আমি যা
বলার চেষ্টা করেছি, তা হলো, আমরা
আমাদের দৃশ্যগত পরিচয়কে কালো রঙে
লেপে দিয়েছি। ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের
প্রতিকৃতি হয়ে পড়েছে প্রশ্নবিদ্ধ।

সুদীপ্ত সালাম
(১৯৮৭, বাংলাদেশ)

২০০৯, এমএ (বাংলা), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
স্টাফ ফটোজার্নালিস্ট, দৈনিক প্রথম আলো। ২০০৭ সাল থেকে আলোকচিত্র শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার আলোকচিত্র দেশি বিদেশি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে একাধিক বই।

নি :শব্দের স্বপ্ন, প্রামাণ্য আলোকচিত্র (হোলি আর্টিসান-দূর্ঘটনা পরবর্তী) প্রতিটি (৩১ x ২১) সে.মি, ১২টি চিত্র; ২০১৬

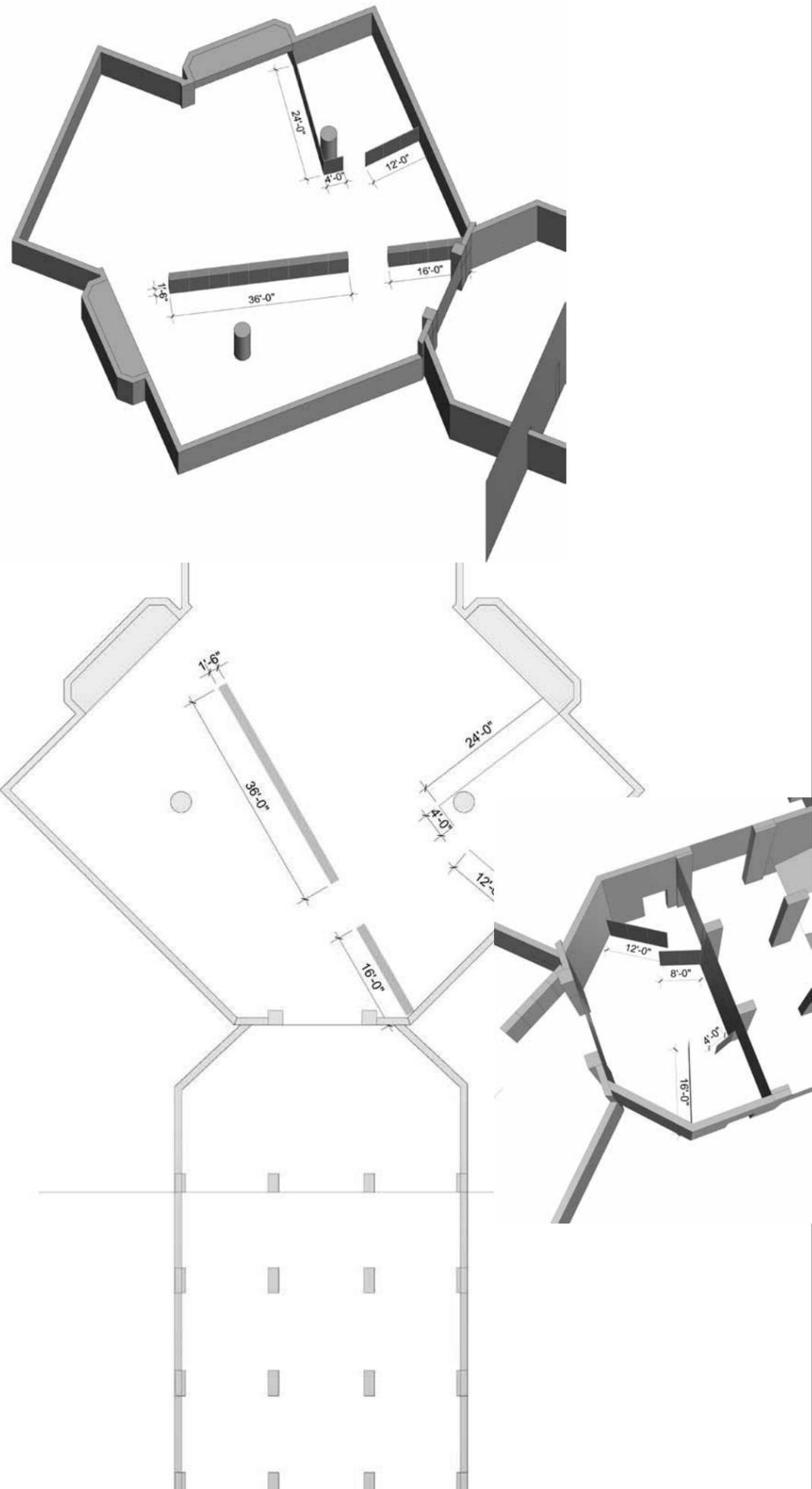
দৈনিক প্রথমআলোর স্টাফ ফটোজার্নালিস্ট হিসেবেই হোলি আর্টিসান এর ভয়ানক ঘটনাটি আলোকচিত্র মাধ্যমে ডকুমেন্ট করাই আমার কাজটির প্রাথমিক চিন্তা। কিন্তু পরিবেশটি চাক্ষুষ নির্মমতা আমাকে ভাবায়। এর কোন নাটকীয় রূপ না দিয়ে বরং সংবেদনশীলতা, শ্রদ্ধা ও সততাকে বেছে নিয়ে কোলাহল মুখরিত হোলি আর্টিসানের স্থবির হয়ে ওঠার চিত্রকেই আমি ছবিতে ধারণ করার চেষ্টা করি।



কথা, শব্দ, সুর ও
যন্ত্র নিয়ে একক
পারফরমেন্স-এ
অংশ নিয়েছেন

শুভেন্দু দাস শুভ
পঞ্চম স্যানাল
সিহা হাসান
আলতাফ
অটমনাল মুন
অটমনাল মুন





ফাহিম হাসিন সহন (১৯৯২, বাংলাদেশ)

স্নাতক সম্মান (অধ্যয়নরত), স্থাপত্য,
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

ঢাকা নামের এই দেয়ালময় শহর অনেক গল্প তুলে ধরে। আবার বৈষম্য, বৈপরীত্য আর বিপ্লবের অনেক গল্পই লুকিয়ে রাখে এই শহর। ফাহিম হাসিন সহনের কাজে সাদামাটা কিন্তু চেনাজানা কিছু দেয়াল তুলে ধরা হয়েছে, এগুলো প্রদর্শনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং পুরো শহরের প্রকৃতি তুলে ধরছে।

কিউটেরদের পরিচিতি

ওয়াকিলুর রহমান (১৯৬১, বাংলাদেশ)

১৯৮১, বিএফএ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৬, এমএফএ, সেন্ট্রাল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, বেইজিং, চীন। ১৯৮৮ থেকে তিনি বার্লিন এবং ঢাকা উভয় শহরে বসবাস ও শিল্পের নানা মাধ্যমে কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য বিভাগে শিক্ষাদান, এবং কলাকেন্দ্র সমকালীন শিল্পপ্রদর্শনী আয়োজন ও কিউরেট করছেন।

কেহকাশা সাবাহ (১৯৮৫, বাংলাদেশ)

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বিএফএ (২০০৮) এবং এমএফএ (২০১০) সম্পন্ন করেছেন। তিনি দৃশ্যশিল্পে 'নিউ মিডিয়া' মধ্যম নিয়ে কাজ করেন, এছাড়া শিল্প সমালোচক /লেখক হিসেবে সংবাদপত্র, শিল্প ম্যাগাজিন, এবং শিল্পপ্রদর্শনীর প্রকাশনায় কাজ করেন। ২০১২ থেকে স্ব-উদ্যোগে তিনি সমকালীন কিউরেটরিয়াল প্র্যাকটিস নিয়ে অন্বেষণ শুরু করে এবং এখন পর্যন্ত তিনি ১৫টিরও বেশি প্রদর্শনী কিউরেট করেছেন। তিনি গত দুই বছর থেকে কলাকেন্দ্রে আর্ট কিউরেটর হিসেবে দায়িত্বে পালন করছেন।

On the occasion of 18th anniversary an art exhibition by Prothom Alo

Self/Identity

A visual art exhibition by young artists

Curator : Wakilur Rahman & Kehkasha Sabah

6-15 November 2016

Bangladesh National Museum, Shahbag, Dhaka

From darkness to light

Prothom Alo celebrated its 18th birthday on 4 November 2016.

Eighteen is the symbol of youth. On this anniversary we celebrate the fearless spirit of youth. Vibrant and valiant youth have been an integral part of our history, our heritage. They are the inspiration that has brought us so far and that will propel us forward to the future. It is the bold young people of this country who have unhesitatingly rushed forward during times of crisis, ready to shed their blood, to unhesitatingly sacrifice their lives. It is the visions and vigour of the young generation that gives us confidence in a future of success unlimited.

The brutal attack on Holey Artisan restaurant on 1 July 2016 dealt a hard blow to our lives, our hearts, our minds and our beliefs. Our history has been replete with blows, hardships, difficult times and crises. But nothing has been able to hold us back. This time too, we can overcome this darkness and proceed ahead.

In the backdrop of the tragic Holey Artisan restaurant incident, we have arranged the 10-day art exhibition, 'Self/Identity', displaying the works of a group of young and inspired artists. Wakilur Rahman and Kehkasha Sabah have kindly acquiesced to be curators of this exhibition. I thank them for arranging this exhibition at such short notice.

The young artists have taken a deep introspective look within themselves as well a keen look at the world around them.

In their art work they have given form to their uncertainties, apprehensions, concerns, dreams and questions. They have exposed themselves though varied media, objects and modes of expression. We wish them all success in the days to come.

At this exhibition, we express our deepest respect to Faraaz Ayaz Hossain, Abinta Kabir, Tarishi Jain, Ishrat Akhand and all those killed in the attack on Holey Artisan restaurant.

Matiur Rahman

Editor, Prothom Alo

Self/Identity

An individual has so many different identities – personal, linguistic, religious, state, gender, geographical... and so much more! These identities can be conduits of communication, bonds and unity. They can also be cause for differences, discrimination, oppression and hatred. These can lead to isolation, self-obsession and conceit. Arrogance linked with self-interest, power and authority lead to dire consequences. Politics of identity can have an ugly face.

The 21st century has seen an information and communication revolution that has connected people, ideas and cultures in an unprecedented manner. Globalisation has given rise to a new concept of the individual. Our psyche and politics has been caught up in an endless vortex. An individual today is smart, bright, conscious and self-reliant. An individual is divided, intolerant, self-centred and envious. On one hand there is an explosion of a multitude of identities. On the other, the versatility of identities is being desperately erased.

These waves of contradictions capture the minds and imaginations of today's young artists. This is manifest in their works of art. Their work speaks of the times, in form and creative content. Social and cultural exchanges through rapid communication technology have given their artistic expression components of innovative media, a fusion of media, technology and experimentation. The ebb and flow from home and abroad, from the individual to the community, from singular to versatile culture has been woven into their creativity. They traverse in the expanding world of art within the country and in the outside world. Consciously or subconsciously, all this has left a mark, an impact and a reflection of the work of the young artists.

The attack on Holey Artisan Café has given impetus to a closer scrutiny of the times. This group of young artists wants to observe and assess the surrounding a bit differently through a variety of artistic expression. And this is our visual art exhibition 'Self/Identity'.

Wakilur Rahman and Kehkasha Sabah

Curator

Razib Datta (1983, Bangladesh)

2012, MA in Fine Arts, Department of Fine Arts, University of Chittagong. Freelance Artist. He uses a wide range of collected images and texts in his work of art to question aesthetics and rationality. He has participated in several exhibitions with his assembling images, texts, collages, hand drawings or graffiti.

Let's Do , Graffiti, mixed media, 244x488cm, 2016

It is a collage comprising graffiti, drawing, text and photographs. There is no clear message. Even so, there is an effort to create meaningless meaning that we hope will confront the present, the politics and our surroundings. There is an attempt to create an unorthodox language rather than the conventional drawing room method. This is not solemn. It is more childlike, almost delirious. The subjects can be a shopping list, incorrect homework sums, quotations of Tagore, or the shark from Old Man and the Sea. Nothing will be planned. It will emerge during the process of drawing.

Mihir Moshir (1990, Bangladesh)

2015, MFA, Department of Oriental Art, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. He is an active practicing artist with painting, video or moving images, light, texts and installation. He is actively participating in national and international group exhibitions and workshops in Bangladesh from 2008.

'Beyond the line' ; Installation with light and text; Dimension variable; 2016

What is the meaning of Conversation? Talking with each other or talking to ourselves? Is it become memory? or, it became a part of a fleeting moment? There are some memories that we can't deal with, nor we can erase. Every day we try to forget the sorrow of our tragedy. Through this art work 'Beyond the line' artist tried to search a 'form' that can help him to find an enlightened soul.

Sumana Akter (1983, Bangladesh)

2010, MFA, Fine Art faculty of the University Development alternative (UODA), Bangladesh. Lecturer, Narayanganj Fine Art Institute, Bangladesh. She is an active performance artist also interested in audio-visual works, including moving images, installations, sound and painting. She has actively participated in various exhibitions and workshops in Bangladesh and India.

"Mora ekti phulke bachabo bole juddho kori" (We fight to protect a flower...)Video installation , 40 sec (loop) 2015
An autobiogoraphy of a rose, video: 1min 45 sec, 2015
5 Minutes for Sundarban , Performance, 1 hour, 2016

Lack of justice leads invariably to the spread of crime. We are losing one brilliant person after the other due to the culture of impunity. We've almost forgotten how to protest. If someone is attacked in front of our very eyes, we simply look the other way. Everyone pretends to be so engrossed in their own work that they have no time for protest. We

have become immune to the violence and conflict around us, failing to react to even the most extreme controversies. We do not question our own indifference. We listen to the song '*mora ekti phulke bachabo bole juddho kori*' (We fight to protect a flower...), quite impervious of flowers being torn apart before our very eyes.

Habiba Nowrose (1989, Bangladesh)

2015, Graduated in Women and Gender Studies, University of Dhaka and also from Pathshala, South Asian Media Institute. Working as a Freelance photographer; Participated in various photography-related group exhibitions and workshops at home and abroad.

'Things Concealed'; Series photography; Each: 20 x 24 inch without frame; 2014 – 2015; Edition: 10

I studied both Photography and Gender Studies and try to use both for researching about my subject. I am particularly interested in subjects that explore human relationship and gender identities. In my artistic process I carefully take mental note of the objects, colors, patterns and locations that attract me repeatedly. In this specific portrait series work (Things Concealed) I see as women, we are often compelled to portray only our beautiful selves. In that path to avail beauty we are often made to strip off our individuality and true identity. Eventually we lose ourselves and be one with that fabricated image. We become anonymous even to ourselves and our identity remains concealed.

Sanjid Mahmud (1986, Bangladesh)

2009, BFA, Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Freelance Visual Artist. His artistic journey is in a mixture of different art mediums including drawing and painting, sculpture, installation and performance. He has participated in various exhibitions and workshops in Bangladesh.

Time is running - let's run!, Installation with collected used shoes, dimension variable, 2016

We use words such as movement, thoughts, motion, development, advantage and so on to define staying alive. The city throbs with life because we live on. And our lives continue with this city at the centre. We just go on and on, wearing away the soles of our shoes. Yet there is not stopping this motion. The worn out sandals carry on the stream of labour, memories and identity.

Swarnaly Mitra Rini (1984, Bangladesh)

2014, Fine Art (Contextual Painting), Academy of Fine Art Vienna, Austria. Freelance artist and member of OGCJM art collective. She is an active artist interested in painting, audio-visual works including object installation and moving image. She has actively participated in various exhibitions and workshops in Bangladesh, India, Austria, Hungary and USA.

Self Existence, (Portraits series); Acrylic on paper, 35.50cm X 28cm; 2016

This is an effort to discover our existence in the reflection of a mirror. We do not see the feelings that flutter across our faces, these feelings are caught on white paper with black ink. The feelings within us are always overlooked. We are all too busy with the exterior. We have projected the image of our innermost self on the mirror that we use to look at our outer appearance. In our inner existence we are much more still and silent, and yet active.

Syed Tareq Rahman (1988, Bangladesh)
2011, MFA, Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. He is an active sculptor. With his Sculpture, installations he is actively participating in national and international group exhibitions in Bangladesh.

Transformation, Mixed Media Installation; Dimension Variable, 2016

There are microscopic traces of geometric form in many natural entities. In the process of this installation he used the device of interactions between “geometric form” symbolizing entities of modern mechanical civilization and “organic form” symbolising that of the natural. His work aims at considering common metaphors of entirety. Subsequently he uses diverse materials besides organic or geometric form to express his thought, where symbols could have been used as well.

Zihan Karim (1984, Bangladesh)
2012, Graduated from Institute of Fine Arts, University of Chittagong. Assistant professor at Institute of Fine Arts, University of Chittagong and founder member of JOG art space, Chittagong. He is an audio-visual artist works with a range of media including moving image, installation, sound and painting. He has actively participated in various international exhibitions and biennale’s in Bangladesh, China, Korea, Japan, Sri Lanka and India.

Nuclear powered toothbrush, Video Installation, 3 minute
A Simple Death, Video:1 min 59 sec, 2012

Those mornings...
The front page of the newspaper is
About splitting the atom.
A toothbrush in hand and
A blurred mirror not far away and
A grimy basin nearby.
The headlines about
The unconscious world.
Engrossed in reading and brushing.
A little later in front of the mirror
Where fluoride fights the germs
And the white froth is washed away,
The morning begins...

Marzia Farhana (1985, Bangladesh)
2014, MA in Fine Arts, Central St Martin’s College of Arts and Design, University of the Arts, London, United Kingdom. Lecturer, Daffodil Int. University, Multimedia Department,

Dhaka, Bangladesh. She has developed individuality in various media including painting, assemblage and video installations. Her works have been featured in a number of group exhibitions in UK, Oslo and Vienna and she has participated in several art competitions in Bangladesh.

Act of Resistance, Mixed Media Installation; Dimension Variable, 2016
White series 1, acrylic on calendar; series work, each size- 11x11 inches, 2015
Untitled, Video, 2 min 17 sec, 2014

The artist’s will is to do work as an ‘Act of Resistance’ in everyday reality and to create a space where everything is equally important; a space to heal, to overcome, to breathe and to exist in this unjust social system and to have resistance. To have resistance to dominance and violence, to death of innocence, to war and destruction, to extremism and misdirection, to failure and rejection, to helplessness, fear and trauma, and to the provocation of virtual and lack of physicality. By mixing chemical reactions of these unjust realities and visceral experiences of this time of apocalypse, the artist is willing to resist death.

Ripon Saha (1982, Bangladesh)
2010, M.F.A, Department of Fine Arts, University of Chittagong. Freelance Artist.

If, but, then, 14 paintings, acrylic on canvas and video installation, dimension variable, 2013-2016

The artist has tried to translate the events around him through colour, lines and structure. The background of the “If, what, when/If, but, then” series is the reflection of the violence taking place from 2013 till the present. Yet his liabilities are involved with this and so he cannot evade the issue.

Sumon Wahid (1986 Bangladesh)
2013, MFA, Kalabhayan, Biswabharati, Shantiniketan, India. Lecturer, Faculty of Fine Arts, Dhaka University. He has developed a humorous style in his painting using academic techniques. He has also interest doing installations and large scale drawings. His has participated in number of group exhibitions in Japan, India and Bangladesh.

Am I wise?, Acrylic on canvas, 406 x 213 cm, 2012

It is difficult to decipher so much of what is going on around us. Everything seems so meaningless amidst the violence, hideousness, absurdities, lies and sheer variety of happenings all over. It is no longer possible to follow the mantra of the monkeys: see no evil, speak no evil and hear no evil. Even the definition of good and evil has become relative, hinged onto the axis of power. Before one scene can fade away, another appears, sometimes even the backdrop changes. In this age of information technology, if nothing else, there’s no crisis of images. There are images wherever you go. Amidst all these colourful images, one’s

own image fades. If one cannot comprehend all the images and sounds that bombard us throughout the day, sometimes it feels it would have been better just to sit silent. But it doesn’t feel good so sit inert for too long...
There’s that question that rises up within us – “Am I wise?”

Afsana Sharmin (1984, Bangladesh)
2011, MFA, Sculpture, Institute of Fine Arts, University of Chittagong. Her work deals with personal experiences specially women’s struggle in social contexts. Her ideas include natural elements with sculpture, painting, videos, installation and performance. She has participated in various group exhibitions in Bangladesh, India and Japan.

The tale of becoming constant, (2) Hair (hair of my grandma, mother, sister and me), Hair, Glass and Video Installation, Dimension Variable, 2016

The effort to sever oneself from one’s roots may not apparently seem groundless, but it is certainly impossible. At the end of the day, it is the roots that keep us alive, give us the impetus to grow. Whatever we do and whatever we think, is linked with with the history and workforce of generations. We live on in the dynamics of our inheritance, or we are the inheritance ourselves...

Rupam Roy (1988, Bangladesh)
2011, MFA, Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. His practice is confine to sculptural mediums, especially his poetical forms connecting with auditory elements, such as the traditional microphone, the human ear and figure. He has participated in national and international group exhibitions and residencies in Bangladesh, London and Japan.

The nature of sound 3,4,8, iron, aluminum, sculpture installation, dimension variable, 2016

The sounds derived from nature “direct sounds” and manmade sounds are “indirect sounds” to the artist. Also for him, the “echo” is the sound which comes back to the source of the sounds. He feels some sounds are also overlapped with other sounds, and in his spontaneous gesture drawings the lines are being overlapped continuously according to the feelings to those sounds. Different modes of sounds make the characteristics of his drawings varied as well. Along with his drawings, he uses several sound objects in his works.

Palash Bhattacharjee (1983, Bangladesh)
MA 2010, Department of Fine Arts, University of Chittagong. Palash is interested in connecting human sensory experiences which react or interrogate our existential realities and longing for communication. He sources his elements and ideas from varied media such as films, theatrical performances, installation, and paintings. He has participated in art festivals and exhibitions in countries like Argentina, South Korea and China.

A Broadcasting , Three channel video installation, 3 minutes (loop); 2015
Halt, Video: 55 sec, 2012
Once Upon a Playtime, Vedio: 3 min 4 sec, 2012

A broadcast could become a chance to discover something new. A chance that is free. Broadcasting circulates a moment again and again. It’s a chosen moment. It circulates live things that work fast in our mind, senses or passion. Through a media we get an arranged package with an illusion. A blur phenomenon can closely be observed. It’s a free attractive phenomenon. So what’s going on his mind? He broadcasts himself with his work. It is angry, weary and a sort of sickness. The work is an audio visual interpretation of some phenomena of his surroundings. He picked three common functions from my everyday life. He performed these functions loudly using a microphone. He recorded these videos with the sound of the performance. In the first one, he was coughing. In the middle video, he was expressing his disapproval of some annoyance. He was responding to other things to show his approval.

Syed Md. Shohrab Jahan (1986, Bangladesh)
2009, MA, Department of Sculpture, Institute of Fine Arts, University of Chittagong. curator and founder member of Jog art space. He has interest in contemporary art language and medium, collaborative social and community art activity and popular festivals. He uses his artworks and curatorial process in various forms of activism. He has participated in various group exhibitions, workshops and residencies in Bangladesh and Nepal.

A Royal Bengal Cat, Sitting On A Royal Bengal Table, In Front of a Royal Bengal TV, Watching A Royal Bengal Tiger Cry, Sculptural Installation with animation and Book; 152 x 336 x 122 cm, 2016

A black cat and white cat is watching TV where a tiger is crying.
The cats know well why the tiger is crying.
He tried to understand why the tiger is crying and then he writes stories with help from the cats.
“Thank you black cat and white cat, without u I am blind about the crying.
Oh cat, can you please tell me how you know about the Tiger’s tears?
Are you sure about why the tiger is crying?”

Eshita Mitra Tonny (1989, Bangladesh)
2014, MFA, Department of Print Making, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Lecturer at Sheikh Fazitunnisa Mujib University, Jamalpur. She is basically interested in creating sculptures with new meaning by assembling multiple objects around her. Her ideas take form in varied media from photography to video, installation to paintings. She has participated in various group exhibitions in Bangladesh and Austria.

Vision-4, Mixed media Sculpture, 59 x 54 x 33 cm, 2014
Percept -2, Mixed media Sculpture, 92 x 38 x 30 cm, 2012
Remix, Mixed media Sculpture, 64 x 61 x 43 cm, 2012

The artist can express her understanding more fluidly through her work. She is interested in working with her surroundings. She works imagining various types of objects with their own value and ideology. She improves in value in respect to the traits that attract her. Every object creates a unique type of thought, sense, and dimension. When she uses many objects all together, they lose individual identity and become an object completely free from ideology, a new object. She tries to express certain convictions and certain beauty of nature. After finishing her work, she realises that her work expression is raw, attractive and colorful. Before her work, she visits places, takes photographs, draws in her sketchbook and collects different objects. She expresses her thoughts and understanding through her art.

Abir Shome alias R Mutt (1988 Bangladesh)
2013, BFA (Hons), Department of Fine Arts, Dhaka University. Was involved with the art organisation OGCJM art from 2012 to 2015. Basically involved in drawing, video, image manipulation, photography and message-based work.

How to use Red, Video: 1min 19 sec, 2016

Deconstructive manifesto, Photography and ceramic plate installation, Size Variable, 2016

Md. Alomgir Hossain (1981, Bangladesh)
B.Sc. (National University), Fine Arts- Department of Fine Arts (BAFA), Animator & Freelance Artist. He has approached his work with different media including digital photo manipulation, installation, sculpture and video installations in a number of group exhibitions including Bangladesh national exhibitions.

Limitation, Video Installation; 2 min (loop), 2016
The End, Video; 1 minute: 30 second., 2106

Life is surrounded by common feelings and situations that we all go through. Childhood, for instance, is a common period of our life, but as the time goes by it looks more like a dream. There are several feelings that change and move us strongly such as happiness, sadness and more. We are recreated by those situations as unique individuals. In this video installation he used virtual CG character. Copy-paste is common feature on our computer work. He copies and pastes expressions of one character flowing into another. Life is a repetition of sorrow, frustration and struggles.

Atish Saha (1990, Bangladesh)
Freelance Artist. Atish Saha works in between photography and performance art.

Religion is personal, Self performative Photography, 51 x 76 cm each, 2014

An Visible Man, Performance; 2 Hours, 2016

“Religion is personal” is a mode of semiotic recapitulation of the communal ethos, a meme-like reiteration refracted through an individual mind fraught with unknown emotions. This work is brought to bear upon the ambivalent relationship Atish has with his own community and the faith he had renounced at one point in his life.”

Mojahid Musa (1990, Bangladesh)
Continuing MFA in Sculpture, Institute Of Fine Art, University of Chittagong. His practice is confine to sculptural mediums and especially an interaction with the human figure. He has participated in national and international group exhibitions and residencies in Bangladesh and Japan.

When we become medicine -3, Mixed media sculpture; 170x70x70 cm, 2016

The political discourse regarding our human body is the main material of the artist's works. The discourse to understand the human body is one of the reasons behind the near extinction of natural treatment and its replacement by techno-based, anti-nature medicine of various pharmaceutical companies to whom we have become mere guinea pigs.

Emran Sohel (1984, Bangladesh)
2013, MFA, Department of Painting, Kala Bhavan, Viswa Bharati, Shantiniketan, India He is working with sound, text installation, painting and performance. He has actively participated in various exhibitions and workshops in Bangladesh and India.

(20.04.1988 – 29.07.2005), Fabric and text arrangement, 2016

Mohammed Ashiqur Rahman (Rana). When the date of birth is bracketed with another date, it appear as a meaning of being numb/dead to us. The lack of physical existence does not necessarily mean non-existent. It can be sensed by the living. On 29 July 2005 he took the decision to keep his age forever at a specific number by taking his own life. That's the artist's younger brother.

Mizanur Rahman Sakib (1981, Bangladesh)
2011, MFA, Faculty of Fine art, University of Dhaka, Bangladesh. He has developed interdisciplinary approach with different media including installation, photography, sculpture and video installations. His works have been exhibited at a number of group exhibitions including Bangladesh and South Korea.

War of Image, Mixed Media, Size Variable, 2016
Breathing Space of Dead Ego, Video: 45 sec, 2015

Thousands of layers of images, information and text are overlapping our everyday life. We are living in the world of images including social media, internet, television, print,

news, advertising, phones and through other mediums. However, we are confused about what we are looking for, where we are, where is true knowledge, what is the function of this overflowing information and how we exist in these flood of images. In contemporary times, everyone exists in images. Even the wars of present time exist only in images through media, where most of the truth is hidden and manipulated.

Aungmakhai Chak (1992, Bangladesh)
Graduated from Pathshala, South Asian Media Institute, Jr. Photographer at Drik. Participated in various photography-related group exhibitions and workshops in Bangladesh and China.

Harmony, series Photography, 9 images, each 31 x 31 cm, 2013, Edition: 10

Aungmakhai comes from Chak, one of the 11 indigenous communities that populate Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Her interest lies in the politics of identity and representation. She likes to explore this through mythologies, folklore and current politics. The photo story (Harmony) portrays her indigenous identity in the changing world. As people are shaped by the immediate environment, she seeks a fusion of cultures with indigenous roots. This is the main theme of her photo story. As an indigenous person she believes that she is a part of nature. She has tried to assemble the photographs in a way that links her sense of belonging to nature and how she relates to nature.

Promiti Hossain (1991, Bangladesh)
2016, Advanced Diploma Course, Painting, Kala Bhavana, Viswa-Bharati. Her practice deals with painting & performance. Done her recent solo in Bangladesh and has participated in various group exhibitions and workshops in Bangladesh and India from 2012-2016.

letter from an old friend, Mixed media painting, 150 x 87 cm, 2014.
Positive with in negative, Mixed media painting, 150 x 85 cm, 2014.
cause with in peach, Mixed media painting, 139 x 78 cm, 2014.

The artist learnt that oppression over the weak is a common practice by the powerful in the world. It is also a harsh truth that the painful breathing of the oppressed hearts has gradually lost the power to create noise. In such manner she has always commiserated with women, subjected to chauvinism which has been a burning issue of our society for centuries. Her work is the medium which helps her to bring out the deepest consternation as she goes through daily news and articles of violence and exploitation of innumerable kinds at various levels, on women.

Niazuddin Ahmmed (1983, Bangladesh)
2011, MFA, (Sculpture), Institute of Fine Arts, University of Chittagong, Bangladesh. He has developed an

interdisciplinary approach with different media especially installation with video installations. His works have been exhibited in different group exhibitions in Bangladesh.

Political cup, Video Installation, 1.16 Min; 2016

We are entrapped in a nightmare where war is sacred and love is offensive. Nations are proud of their nuclear pile-up with which they can destroy the world. The great divide exists beyond borders, in nations, races, religions, language and everywhere. It is essential to stay at the centre of power to keep everything in control. Man's love for each other has been replaced by hatred and mistrust. The wall of differences grows steadily higher. We are so used to starting our day with blood and gore on television, eating our breakfast, returning home to our dinners and bed.

Kazmin Samia (1989, Bangladesh)
2016; Masters of Arts in Visual Arts, Queensland College of Art, Griffith University. Freelance visual artist She is doing multidisciplinary visual works, like painting, photography, video, animated stills and performance. Done her recent solo in Bangladesh and has participated in various group exhibitions in London and Australia.

Trans-generational Issues: The Gap Between Each Woman, -Grandmother, Mother and I", 13 min 8 sec, 2012

The process of eroding is one of the 3 elements of unravelling where Kazmin Samia progresses through the evolution of her identity series. Using drawings, paintings, image manipulations and animated videos to visualise the art pieces primarily focusing on the 3 generations her grandmother, mother and she self.

Arpita Singha Lopa (1986 Bangladesh)
2011 MFA in Graphic Design from the Faculty of Fine Art, University of Dhaka. She is actively participating in group exhibitions and workshops done by different art collectives. She has participated in numerous workshops and exhibitions of performance art in Bangladesh and India.

'Unexpected Reality'; Performance art, approximate 15/30 min, 2016.

The artist is committed to a practice where she cannot avoid knowing the impact of her actions, and where an exchange between people is of primary value. It is a practice that remains anchored in the here and now, keeping her grounded in the limits of her body and the reality of time, reminding her always that nothing remains.

Muhammad Rafiqul Islam Shuvo (1982, Bangladesh)
2012, MFA Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh, Freelance artist and founder of OGCJM art collective. Working in various media to develop an unique art language mostly dealing with the ontological influence of time what evolved the human behavior or crisis in a geographical periphery and developed concerning

on the policies and the politics of art's language. He participated in many important exhibitions and Biennales in Dhaka, Vienna, Paris, Berlin, Rome, New York, Shanghai; He has also curated several exhibitions. In 2016 he moved to Vienna.

"Faster Satiation, by only for Nevertheless Behaviour" 6 min 38 sec, 2014

In this video we see portrayals of ordinary people of an overpopulated city, seeming isolated in a different loophole of time, dictated by some unknown force; the randomness and the absurdities of the bodies question our rush towards one-directional values, hunting our destination of an eternal void, where traces of human existence are mixed with hybrid structures, signifying a cultural chaos. By giving a direction, the artist has allowed the matter or the characters to dictate this film and he places this in a very intelligent manner, creating an aesthetic resistance against horror.

Rajib Khan Pathan Bappi (1989, Bangladesh)
Post-graduation in management. Later he joined Pathshala cinema department to study film-making. Independent filmmaker, photographer and musician. From 2010 he has been actively working on film making. He wrote and directed several short films independently; one of his films, "Kagojer Nouka ", was an official selection at 8th International Inter University Short Film Festival 2016.

Mymensingh Junction , Digital, Duration: 2 min; Year: 2016

An experimental documentary on visual poetry about Mymensingh railway station.

Ashim Halder Sagor (1983, Bangladesh)
2008, MFA, Department of Ceramics, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Freelance Artist. AshimHalder is based as a ceramic sculptor. He also involves himself in multidisciplinary art that includes performances, video art etc. He is an active artist, participating in numerous workshops, group exhibitions in Bangladesh and abroad as well.

Aimlessness!! Performance, approximate 20-25 minutes, 2016.

Trisoul youtube channel

trisula-trisoul- 1768@pages.plusgoogle.com

"The name belongs to three souls; fire, air & water... they created through Bawm (voidness) and depart their life into Khiti (soil) Trisoul represents the creation and the destruction of the three souls!

Chandranath, Short Film, 2min 13 sec, 2016

Until now, this youtube channel brought out four Drissho-Kabbo (audio-visual communications); AUM, about Bengal Alphabets; Chorok, about the philosophy of Bengalism; Jotadhori's Festival, example of Bengal's Festival and

Chandranath, pilgrimage of Maha Bharata. Anyone can give their art work who likes and believes the works of Trisoul."

Efat Razowana Reya (1990, Bangladesh)
2015, MFA, Department of Print Making, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Visual artist. She is a young artist, exploring performance art and installation through her spontaneous acts. She has participated in several exhibition and residency in Bangladesh, India and Japan.

Sharker Nasrin Toontoon (1987, Bangladesh)
2012, MFA, Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Visual artist. She is basically a sculptor interested in installation and performance art. She has participated in several exhibitions and art camps in Bangladesh, India and Nepal.

"Human Beings are"
Impatient to take
While serving fake
Delivering waste
Willing to get best...

Collaborative performance, Iffat Rezwana Riya and Sarkar Nasrin Tuntun. Duration: 30 mins. November 7, 2016

Sanad Kuman Biswas (1988, Bangladesh)
MFA 2011, Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. He has a keen interest in sculpture, installation, live body art and experiments in the space among them. Recently he has working on exploring existential scrutiny and self relevance of transformation with the constraints of space and time. He has participated in several group exhibitions in Bangladesh, Japan and

"ME & me"; Performance, 15 min, 2016

This is an undeciphered endless poem. Taste, smell, touch and feelings. Within a controversy of trembling obscurities, seeking for an another self, gradually metamorphosed in endless ways.

Farah Naz Moon (1983 Bangladesh)
2009, M A in Fine Arts, Department of Fine Arts, University of Chittagong. Freelance artist. Sociopolitical system and gender issue are the important subjects for Moon. She has a continuous journey into performance, site-specific and installation art simultaneously. She has participated in many group exhibitions and residencies in Bangladesh and abroad.

Spoon of maturity (existence/life/spoon/us), Performance, 15/20 minutes; 2016

need translation

Jublee Dewan (1990, Bangladesh)
2012, M.F.A (painting). Institute of Fine Arts, University of Chittagong. Freelance Artist. Jublee Dewan is young artist

exploring various art media, specially performance. She has participated in numerous workshops and exhibitions in Bangladesh, Kathmundu and Nepal.

Me and my existence, Performace, 5 minute, 2016.

I try to express my feelings of hill tracts people.

Jewel A Rob (1986 Bangladesh)
2011, M.F.A on Drawing and Painting from the Faculty of Fine Art, University of Dhaka. Visual artist, He is working with various issues through different process and art mediums, as a performance artist he works on socio-political and community based thoughts. He has participated in numerous workshops and exhibitions in Bangladesh and India.

Trust Me: I'm Lying, Performance, 10 minutes

Face is one of the most important identification tools in the world. However face can make a difference everywhere. In every single sector (passport, Driving License, Job Id, Education System, Bank, Credit Card, National ID, Social Identity, Family, Friends, Memories) faces play very vital role. It's what can portray every individual. When self identity (Ethics, ideology) is destroyed by man's own karma the soul becomes dark. But face (visual identity) still stays the same. I have tried to make my visual identity black and make portrait of self identity questionable.

Md. Sudepto Salam (1987, Bangladesh)
2009, MA , Jagannath University, Dhaka, Staff photojournalist, Daily Prothom Alo

Sound of scilence, Documentary photography (after holy artisan bakery tragedy); each 31 x 21cm; 12 images, 2016

He is actively working as a freelance photographer and photo journalist since 2007 and 2010 respectively. He has participated in several exhibition and workshop and got several recognitions from national and international photography competitions. He has several publications on photography, photo essays and poetry.

Fahim Hasin Sohon (1992, Bangladesh)
Studying architecture at the University of Asia Pacific.

Every project has its own unique challenges and opportunities. This was not any different. Where the out of sight position and out of scale proportion of the gallery did present some challenges, these very anomalies along with the things presented inside worked harmoniously with the concept. Of the many characteristics Dhaka has, this city of 'Walls' both hides and shows many of its stories, discriminations, contrasts, revolutions using them. The idea was to use simple yet prominent walls to endorse the nature of the exhibition and by extension the city it situates in.

Exhibition Curators info

Wakilur Rahman
(1961, Bangladesh)

1981, BFA, Faculty of Fine Arts, the University of Dhaka. 1986, MFA, Central Academy of Fine Arts, P.R of China. From 1988 he is living and working in Berlin, Germany, and Dhaka, Bangladesh. As a visual artist working with different media, teaching in Architecture Departments in universities, organizing and curating art exhibition in Kalakendra (a non-profit space for art).

Kehkasha Sabah
(1985, Bangladesh)

She has completed her BFA and MFA from Faculty of Fine Arts, the University of Dhaka in 2008 and 2010 respectively. She is a visual artist working with new media art, also is an art writer working freelance for newspapers, art magazines, and exhibition publication. From 2012 with her self-initiative she starts to explore Contemporary Curatorial Practice and till now she has curated more than 15 exhibitions. She is working as an Art Curator in Kalakendra from last two years.

Acknowledgements

Heartiest thanks to Prothom Alo Family for – all technical supports, coordination and organization.

Catalog Concept
Wakilur Rahman

Graphics
Mahbub Rahman

Exhibition Video Documentation
Graphia

Photography
All photographs of the art objects & exhibition space are provided by Prothom Alo's Photo Department; the performance images are provide by each artist him/herself.

Published and printed: (??)
Published in 2016